খণ্ড ৬, সংখ্যা ২২

মে ১৬-৩১, ২০২৬

# নিউ ইন্ডিয়া সমাচার

বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

भारत की जनगणना

2027

CENSUS OF INDIA

जनगणना से जन कल्याण

# দেশের প্রগতির জন্য

## জনগণনায় অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা

দেশের জন্য জনগণনার বিশেষ একটি গুরুত্ব রয়েছে; এখান থেকে পাওয়া তথ্য আগামীদিনে আমাদের নীতি প্রণয়ন এবং কর্মসূচি গ্রহণের জন্য ব্যবহার করা হয়। তাই, যথাযথ তথ্য প্রদান প্রত্যেক নাগরিকের দায়িত্ব

For e-copy

Follow Us @NISPIBIndia

# দেশ গঠনে অসামরিক পারমাণবিক কর্মসূচির অমূল্য অবদান

***জনপ্রিয় বেতার অনুষ্ঠান 'মন কি বাত'-এর ১৩৩তম পর্বে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আরও একবার তাঁর চিন্তাভাবনা দেশ-বিদেশের মানুষের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন। ২৬ এপ্রিল সম্প্রচারিত পর্বে তিনি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ওপর গুরুত্ব দেন এবং দেশের উন্নয়নে বৈজ্ঞানিকদের ভূমিকার প্রশংসা করেন। সৌর ও বায়ুশক্তির মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেশের ক্ষমতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই বিষয়টি তুলে ধরার পাশাপাশি তিনি জনগণনার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিও উল্লেখ করেন। এখানে 'মন কি বাত'-এর সম্পাদিত কিছু অংশ ...***

- **পারমাণবিক কর্মসূচী :** ভারত বিজ্ঞানকে সর্বদা দেশের অগ্রগতির সঙ্গে যুক্ত করে দেখেছে। এই চিন্তাধারা নিয়ে আমাদের বিজ্ঞানীরা অসামরিক পারমাণবিক কর্মসূচীকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। তাঁদের প্রচেষ্টায় এই কর্মসূচী রাষ্ট্র গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এক্ষেত্রে জ্বালানি সমস্যার সুস্থায়ী সমাধান এবং পারমাণবিক প্রযুক্তির মাধ্যমে দেশের নিরাপত্তা বৃদ্ধির মতো বিষয়গুলিও রয়েছে।

- **ক্রিটিক্যালিটি অর্জন :** আমাদের পরমাণু বিজ্ঞানীরা আরও একটি বড় সাফল্যের মাধ্যমে ভারতের গৌরব বৃদ্ধি করেছেন। তামিলনাড়ুর কালপক্কমে ফাস্ট ব্রিডার রিয়্যাক্টর ক্রিটিক্যালিটি অর্জন করেছে। আসলে, ক্রিটিক্যালিটি হল সেই স্তর, যেখানে রিয়্যাক্টর প্রথমবার স্বনির্ভর-পারমাণবিক-বিক্রিয়ার-শৃঙ্খলায় সফলতা অর্জন করে।

- **বায়ুশক্তি :** বায়ুশক্তি ভারতের বিকাশের নতুন কাহিনী রচনা করছে। ভারত সম্প্রতি বায়ুশক্তি অর্থাৎ উইন্ড এনার্জিতে বড় সাফল্য অর্জন করেছে। এখন ভারতের বায়ুশক্তি উৎপাদন ক্ষমতা ৫৬ গিগাওয়াটের বেশি হয়ে গিয়েছে।

- **দলের জন্য গর্ব :** ফ্রান্সের বোর্দোয় ইউরোপিয়ান গার্লস ম্যাথমেটিকাল অলিম্পিয়াডের আয়োজন করা হয়েছিল। এই অলিম্পিয়াডে আমাদের মেয়েরা এখনো পর্যন্ত সবচেয়ে ভালো ফলাফল করেছেন। এই প্রতিভাবান দলকে নিয়ে আমি খুব গর্বিত। এই প্রতিযোগিতায় আমাদের টিম বিশ্বের মধ্যে ষষ্ঠ স্থানে রয়েছে।

- **ভগবান বুদ্ধের শিক্ষা :** ভগবান গৌতম বুদ্ধের জীবনের বার্তা আজও একইরকম প্রাসঙ্গিক। উনি আমাদের শিখিয়েছেন, শান্তির সূচনা আমাদের অন্তরে হয়। তিনি বলেছেন, নিজেকে জয় করা হলো সবচেয়ে বড় জয়। আজ বিশ্ব সংঘর্ষময় ও উত্তেজনাপ্রবণ, এমন সময়ে বুদ্ধের চিন্তাভাবনা আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

- **ঐতিহ্যের প্রতি গর্ববোধ :** বিটিং রিট্রিটের মিউজিক প্রথমবারের জন্য ওয়েভস ওটিটিতেও পাওয়া যাচ্ছে। আগামী সময় এটি অন্যান্য প্ল্যাটফর্মেও পাওয়া যাবে। আপনারা এটি অবশ্যই শুনবেন। আমাদের সশস্ত্র বাহিনী এবং তাদের পরম্পরা নিয়ে আপনারা অত্যন্ত গর্ব অনুভব করবেন।

- **বর্ধিত সংরক্ষণ :** ছত্তিশগড়ে কৃষ্ণসার হরিণ আবার দেখা যাচ্ছে। এদের সংখ্যা অনেক কমে গিয়েছিল, কিন্তু ক্রমাগত চেষ্টা চালানো হয়েছিলো এবং সংরক্ষণের কাজ বৃদ্ধি করা হয়েছিলো। এখন এদের আবার খোলা প্রান্তরে ছোটাছুটি করতে দেখা যাচ্ছে। একই ধরনের আশা দেখা যাচ্ছে গ্রেট ইন্ডিয়ান বাস্টার্ড অর্থাৎ গোদাবণ পাখি সংরক্ষণের ক্ষেত্রেও।

- **বাঁশ শিল্পে উত্তর-পূর্বের সাফল্য :** একসময় সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করা হলেও, ২০১৭ সালে আইন পরিবর্তন করে আমরা বাঁশকে বৃক্ষের তালিকা থেকে বাইরে নিয়ে আসি। সেই থেকে বাঁশ শিল্প বিকাশ লাভ করছে। আজ সংশ্লিষ্ট শিল্পের কারণে কর্মসংস্থান, ব্যবসা এবং উদ্ভাবন ত্বরান্বিত হচ্ছে। আমাদের মা-বোনেরা এর ফলে সবচেয়ে বেশি লাভবান হচ্ছেন।

- **বিশেষ পোর্টাল :** ন্যাশনাল আর্কাইভস একটি বিশেষ পোর্টালে এক চমৎকার তথ্যভান্ডার সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছে। এই সংস্থাটি ২০ কোটিরও বেশি মূল্যবান ফাইলকে ডিজিটাল করে সকলের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। আমি আপনাদের সকলকে অনুরোধ করব যে আপনারা www.abhilekh-patal.in ওয়েবসাইটটি অবশ্যই ভিজিট করুন।

- **জনগণনা ২০২৭ :** দেশের জনগণনা শুধু সরকারি কাজ নয়। এটা আমাদের সবার দায়িত্ব। আপনাদের অংশীদারী খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আসুন আমরা সবাই মিলে এই প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করি। জনগণনা ২০২৭ কে সফল বানাই।

- **লোকাল থেকে গ্লোবাল :** ভারতীয় পণ্য বর্তমানে দেশের সীমানা পেরিয়ে আন্তর্জাতিক বাজার এবং রেস্তোরাঁয় পৌঁছচ্ছে। আজ আমরা 'ফ্রম লোকাল টু গ্লোবাল' নিয়ে কথা বলার সময় ভারতের চিজের উদাহরণ দিলাম। এইভাবে আমরা এগিয়ে চলেছি।

*'মন কি বাত' শুনতে কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন*

# নিউ ইন্ডিয়া সমাচার

খণ্ড ৬, সংখ্যা ২২ | মে ১৬-৩১, ২০২৬

প্রধান সম্পাদক
**ধীরেন্দ্র ওঝা**
প্রধান মহানির্দেশক,
প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো,
নতুন দিল্লি

মুখ্য উপদেষ্টা সম্পাদক
**সন্তোষ কুমার**

বরিষ্ঠ সহকারী উপদেষ্টা সম্পাদক
**পবন কুমার**

সহকারী উপদেষ্টা সম্পাদক
**অখিলেশ কুমার**
**চন্দন কুমার চৌধারি**

ভাষা সম্পাদক
**সুমিত কুমার (ইংরেজি)**
**রজনীশ মিশ্র (ইংরেজি)**
**নাদিম আহমেদ (উর্দু)**

সিনিয়র ডিজাইনার
**ফুলচাঁদ তিওয়ারি**

ডিজাইনার
**অভয় গুপ্ত**
**সত্যম সিং**

**১৩টি ভাষায় নিউ ইন্ডিয়া সমাচার পড়তে গেলে ক্লিক করুন**

https://newindiasamachar.pib.gov.in/news.aspx

নিউ ইন্ডিয়া সমাচারের পুরনো সংস্করণগুলি পড়তে ক্লিক করুন

https://newindiasamachar.pib.gov.in.archive.aspx

‘নিউ ইন্ডিয়া সমাচার’-এর নিয়মিত আপডেট পেতে অনুসরণ করুন
@NISPIBIndia

## ভেতরের পাতায় ...

CENSUS 2027 COVER STORY

ভারতে জনগণনা শুধুমাত্র নাগরিকদের সংখ্যা গোনা নয়; বরং ভারতের নীতি-নির্ধারণ সংক্রান্ত পরিকাঠামোর মেরুদণ্ড হিসেবে একে বিবেচনা করা উচিত। যদিও প্রতি দশকের সূচনায় এই জনগণনা হয়, কিন্তু কোভিড-১৯-এর কারণে এবার তা শুরু হতে দেরি হয়েছে। ২০২৬-এর এপ্রিলে শুরু হওয়ার পর ‘বিকশিত ভারত’-এর ভিত গড়ে তোলার জন্য এই জনগণনায় আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার হচ্ছে, যা ডিজিটাল বিপ্লবের প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হবে |৮-২৬


**সংবাদ সংক্ষেপ** |৪-৫

**খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা**
শস্যকণা সংরক্ষণ প্রকল্প দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করছে |৬-৭

**ভারতীয় পণ্য বিনা মাশুলে নিউজিল্যান্ডে রপ্তানি হবে**
ভারত-নিউজিল্যান্ড অবাধ বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত |৩২-৩৫

**ভারত : বিশ্ব অর্থনীতির এক শক্তিশালী স্তম্ভ**
দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রপতির ভারত সফর |৩৬-৩৭

**ব্যক্তিত্ব : কুমুদিনী লখিয়া**
ভারতীয় শাস্ত্রীয় নৃত্যের এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব |৩৮


প্রধানমন্ত্রীর উত্তরপ্রদেশ সফর

**গঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ে : নতুন স্বপ্ন ও সুযোগের প্রবেশদ্বার**

প্রধানমন্ত্রী গঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ে সহ একগুচ্ছ উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেছেন, যার আর্থিক মূল্য কয়েক হাজার কোটি টাকা |২৭-২৯

**আন্তর্জাতিক পর্যটন ও সংস্কৃতির জন্য উত্তর-পূর্বাঞ্চল গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে**

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সিকিম সফরকালে ৪,০০০ কোটি টাকার বেশি মূল্যের একগুচ্ছ উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেছেন |৩০-৩১


**প্রকাশক :** সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ কমিউনিকেশনের পক্ষে কাঞ্চন প্রসাদ, মহানির্দেশক
**যোগাযোগের ঠিকানা :** রুম নং-১০৭৭, সূচনা ভবন, সিজিও কমপ্লেক্স, নতুন দিল্লি-১১০০০৩
**ই-মেল: response-nis@pib.gov.in, আরএনআই নং:** DELENG/2020/78811

# সম্পাদকের কলমে

# জনগণনা ২০২৭
## উন্নয়নের পথে ভারতের যাত্রা ...

***শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন,***

ভারতে ২০২৭-এর জনগণনা শুরু হয়েছে। এটি বিশ্বের বৃহত্তম আদমশুমারি। এর মাধ্যমে দেশের প্রশাসনিক ও পরিসংখ্যানগত এক মহাযজ্ঞের সূচনা হল। ভারতে এবারই প্রথম জনগণনায় স্বগণনা এবং ডিজিটাল পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহের ব্যবস্থাপনা থাকছে। প্রত্যেক জনকল্যাণমুখী প্রকল্প, নির্বাচনের প্রতিটি কেন্দ্র এবং প্রতিটি উন্নয়নমূলক প্রকল্প আদমশুমারির তথ্যের ওপর ভিত্তি করে পরিকল্পনা করা হয়। গত ১৫০ বছর ধরে ভারতে জনগণনার কাজ করা হয়েছে। ব্রিটিশ আমলে ১৮৮১ সালে প্রথমবার সম্পূর্ণ জনগণনার কাজ হয়, আধুনিক যুগে এর আগে যা হয়নি। এরপর থেকে প্রতি ১০ বছর অন্তর জনগণনা হয়ে থাকে। এর আগে ২০১১ সালে জনগণনার কাজ হয়। পরবর্তী জনগণনা হওয়ার কথা ছিল ২০২১ সালে। কিন্তু, কোভিড-১৯ অতিমারীর কারণে সেই জনগণনার কাজ পিছিয়ে দেওয়া হয়। ২০২৭ সালের জনগণনার একটি বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। দীর্ঘদিনের টানাপোড়েনের পর এবারের গণনায় প্রথম জনবিন্যাস সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যাবে। স্বাধীনতার পর এবারই প্রথম জাত-ভিত্তিক গণনা হচ্ছে। সেই অর্থে এটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এর মাধ্যমে সামাজিক সম্প্রীতি ও ন্যায় নিশ্চিত করার এক নির্ণায়ক পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

সোজা কথায়, জনগণনায় দেশের মধ্যে প্রত্যেক নাগরিকের গণনার কাজ যেমন হতে চলেছে, পাশাপাশি আর্থ-সামাজিক তথ্য সংকলনও এর সাহায্যে করা হয়। প্রতি দশকে এই কাজ হয়ে থাকে। এর মাধ্যমে দেশে মোট কত মানুষ বসবাস করেন, তাঁদের বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা, কর্মসংস্থান এবং বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য পাওয়া যায়। জনগণনা থেকে প্রাপ্ত তথ্য সরকারের নীতি-নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সড়ক, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, জল সরবরাহ, আবাসন এবং কর্মসংস্থান - প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা তৈরি করতে জনগণনা থেকে প্রাপ্ত পরিসংখ্যান সহায়ক হবে। এক কথায়, এই তথ্যগুলি বিভিন্ন নীতি এবং কর্মসূচী তৈরি করা ও তা বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একটি জনগণনার সাফল্য শুধুমাত্র সরকারি উদ্যোগের ওপরই নির্ভরশীল নয়, জনসাধারণের অংশগ্রহণও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। সঠিক ও সম্পূর্ণ তথ্য প্রদান করা প্রতিটি নাগরিকের কর্তব্য। এটি কোনো আমলাতান্ত্রিক নিয়ম নয়, বরং দেশ গড়ার কাজে এর যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। জনগণনা ২০২৭ – উন্নত ভারত গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তার উন্নয়ন, লক্ষ্য, তাৎপর্য এবং ভূমিকা প্রসঙ্গে লিখিত নিবন্ধটি আমাদের এবারের সংখ্যার প্রচ্ছদ কাহিনী।

এছাড়াও, ব্যক্তিত্ব বিভাগে আমরা কুমুদিনী লখিয়ার কথা তুলে ধরেছি। ভারতীয় শাস্ত্রীয় নৃত্যে তিনি এক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। এই সংখ্যায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর গত এক পক্ষে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের কথা রয়েছে, এর মধ্যে শস্যকণা সংরক্ষণ প্রকল্পও রয়েছে।

পাশাপাশি, এই ম্যাগাজিনে মন কি বাত নিয়ে বিশেষ এক নিবন্ধ লেখা হয়েছে। এছাড়াও, পেছনের পাতায় উত্তরাখণ্ডের ‘দেবভূমি’তে চারধাম যাত্রার সূচনা উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বার্তা সম্বলিত একটি চিঠি স্থান পেয়েছে।

***আপনাদের মূল্যবান মতামত প্রত্যাশা করি***

**(ধীরেন্দ্র ওঝা)**

**হিন্দি, ইংরেজি সহ ১১টি ভাষায় পত্রিকাটি পড়ুন/ডাউনলোড করুন**
*https://newindiasamachar.pib.gov.in/*

# চিঠির ঝাঁপি

## পক্ষকালে ঘটে যাওয়া নানা বিষয়ে সাম্প্রতিক তথ্যাবলী

আমি নিউ ইন্ডিয়া সমাচার পত্রিকাটির নিয়মিত পাঠক। সম্পাদকীয় থেকে সংশ্লিষ্ট সংখ্যার বিষয়ে একটা ছবি পেয়ে যাই। পাঠকদের জন্য এই পত্রিকা অত্যন্ত উপযোগী। পক্ষকালে ঘটে যাওয়া নানা বিষয়ে সাম্প্রতিক তথ্য থাকে এখানে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'বিকশিত ভারত' গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে চলেছে এই পত্রিকা।

**balkrishnakasar5@gmail.com**

## বিপুল তথ্যের সমাহার

নিউ ইন্ডিয়া পত্রিকার সর্বশেষ সংখ্যাটি ছিল বিপুল তথ্যভাণ্ডারে সমৃদ্ধ। দীর্ঘদিন এই পত্রিকা পড়ছি। এখানে পরিবেশিত তথ্যাদি বিশেষভাবে উপযোগী। শেষ সংখ্যাটিতে দেশের উপকূল রেখা নিয়ে যা লেখা হয়েছে তা সমৃদ্ধ করেছে পাঠককে। এই পত্রিকার তথ্য পরিবেশনার ধরণটিও আকর্ষণীয়। বাবু জগজীবন রামের ওপর লেখাটিও সেই অবিস্মরণীয় নেতার প্রতি অসাধারণ শ্রদ্ধার্ঘ্য।

**মনমোহন বাহেদ দধীচ**
**man.bahed82@gmail.com**

## অসাধারণ বিষয়বস্তু – যা ছাপ রেখে যায়

নিউ ইন্ডিয়া সমাচারের ৫ এপ্রিল 'ন্যাশনাল মেরিটাইম স্পেশাল' সংখ্যাটির বিষয়বস্তু সহ সব দিক থেকেই অসাধারণ। অর্থনীতির শিক্ষক হিসেবে ওই সংখ্যাটি থেকে আমি অনেক কিছু জানতে পেরেছি। ছাত্র-ছাত্রীদের এই পত্রিকাটি পড়তে বলব, যাতে তারা ভারত সম্পর্কে একটি সার্বিক ছবি পেতে পারে।

**ডঃ জিজি কুমারী টি**
**jijikumari@gmail.com**

## এই পত্রিকায় ভারত সম্পর্কিত নানা আকর্ষণীয় বিষয়বস্তু থাকে

আমি নিউ ইন্ডিয়া সমাচার ই-ম্যাগাজিনের নিয়মিত পাঠক। এখানে ভারত সম্পর্কিত নানা আকর্ষণীয় বিষয়বস্তু থাকে।

**sangitadatta937@gmail.com**

## উন্নয়ন এবং কল্যাণমূলক প্রকল্প সম্পর্কে তথ্যাদির অসাধারণ উৎস

ভারত সরকারের প্রকাশনায় 'নিউ ইন্ডিয়া সমাচার' পত্রিকাটি দেশের বিকাশ এবং উন্নয়নমূলক প্রকল্প সম্পর্কে তথ্যাদির এক অসাধারণ উৎস। আমি নিয়মিত এটি পড়ে থাকি।

**রাজ কিশোর নায়েক**
**rajkishorenayak405@gmail.com**

যোগাযোগের ঠিকানা : রুম নং-১০৭৭, সূচনা ভবন, সিজিও কমপ্লেক্স, নতুন দিল্লি-১১০০০৩

ই-মেল: response-nis@pib.gov.in

# সংবাদ সংক্ষেপে

## মহিলাদের কর্মনিযুক্তির হার প্রায় দু'গুণ বেড়েছে

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে সারা দেশেই মহিলাদের সামনে তাঁদের প্রাপ্য সুযোগের দরজা খুলে যাচ্ছে। নারী ক্ষমতায়ন সংক্রান্ত সুযোগগুলি ক্রমশ ঊর্ধ্বমুখী। বিগত ৭ বছরে কর্মজগতে মহিলাদের নিযুক্তি অনেকটাই বেড়েছে। ২০১৭-১৮'র ২৩.৩% থেকে বেড়ে ২০২৫ – এ তা দাঁড়িয়েছে ৪০%। একই সময়ে মহিলাদের কর্মী – জনসংখ্যা অনুপাত ২২ শতাংশ থেকে বেড়ে প্রায় ৩৯ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। তাঁদের বেকারত্বের হার ৫.৬% থেকে কমে ৩.১% হয়েছে। কেন্দ্রীয় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রী ডঃ মনসুখ মান্ডভিয়া জানিয়েছেন, বিগত দশকে ভারতে সামাজিক সুরক্ষা বলয় তিনগুণ বেড়েছে। ২০১৫'র ১৯ শতাংশ থেকে ২০২৫ – এ তা হয়েছে ৬৪.৩%। উপযুক্ত নীতি প্রণয়ন, শ্রম আইন সংস্কার ও ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তির উদ্যোগ এক্ষেত্রে অবদান রেখেছে বলে তাঁর মন্তব্য।

### সমুদ্রজাত খাদ্য রপ্তানী

## সর্বকালীন শীর্ষে... মোট মূল্যমান পেরিয়ে গেল ৭২,০০০ কোটি টাকা

'২০৪৭ নাগাদ বিকশিত ভারত' নির্মাণে মৎস্যচাষ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সেকথা মাথায় রেখেই কেন্দ্রীয় সরকার মৎস্যচাষ ও জলজ চাষ ক্ষেত্রকে জোরদার করছে। এই ক্ষেত্রে সরবরাহ-শৃঙ্খল উন্নত করে তোলার পাশাপাশি, রপ্তানী প্রসারেও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর সুবাদে ভারতের সমুদ্রজাত খাদ্য রপ্তানী পৌঁছেছে সর্বোচ্চ স্তরে – ৭২,০০০ কোটি টাকারও বেশি অঙ্কে। রপ্তানীর পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৯.৩২ মেট্রিক টনে। বরফে জমিয়ে রাখা চিংড়ি এবং সমজাতীয় পণ্যের রপ্তানী দাঁড়িয়েছে ৪৭,৯৭৩ কোটি টাকায়।

### প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় বাল পুরস্কার ২০২৬ – এর জন্য মনোনয়ন

প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় বাল পুরস্কার ২০২৬ – এর জন্য যোগ্য প্রার্থীদের মনোনয়ন জমা দেওয়ার আহ্বান জানানো হচ্ছে। আবেদন জমা দেওয়া যাবে ৩১ জুলাই পর্যন্ত। দেশের শিশুদের ব্যতিক্রমী সাফল্যকে কুর্নিশ জানাতে প্রতি বছর জাতীয় স্তরে এই পুরস্কার দেওয়া হয়। সাহসিকতা, ক্রীড়া, সমাজসেবা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং শিল্প ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে বিশেষ সাফল্যের অধিকারী শিশুরা এই পুরস্কারে সম্মানিত হয়ে থাকে। ভারতে বসবাসরত নাগরিক এবং বয়স ২০২৬ – এর ৩১ জুলাই ১৮ বছরের মধ্যে হলে আবেদন করা যাবে। আবেদন পেশ করা যাবে কেবলমাত্র জাতীয় পুরস্কার পোর্টাল https://awards.gov.in মারফৎ। স্বমনোনীত এবং সুপারিশ সম্বলিত – দু'ধরনের আবেদনপত্রই গ্রহণ করা হবে।

## ভারতে অনলাইন গেমিং প্ল্যাটফর্মগুলিতে ব্যবহারকারীদের তথ্য ধরা থাকবে

২০২৫ – এর অগাস্টে সংসদ অনলাইন গেমিং নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০২৫ – এ ছাড়পত্র দেয়। এর লক্ষ্য, অনলাইন গেমিং – এর মাধ্যমে আর্থিক জালিয়াতির শিকার হওয়া থেকে নাগরিকদের রক্ষা করা। এই উদ্যোগকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে কেন্দ্রীয় সরকার গেমিং প্রমোশন অ্যান্ড রেগুলেশন বিধি ২০২৬ – এর বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে এবং তা কার্যকর হয়েছে পয়লা মে থেকে।

- নিষিদ্ধ 'অনলাইন মানি গেম' এবং 'অনলাইন সোসাল গেম' অথবা 'ই-স্পোর্ট' – এর মধ্যে পার্থক্য তুলে ধরার জন্য একটি ব্যবস্থাপনা গড়ে উঠবে।
- তৈরি হবে 'অনলাইন গেমিং অথরিটি'।
- সাধারণভাবে অনলাইন গেমের নিবন্ধন প্রয়োজনীয় নয়। তবে, কেন্দ্রীয় সরকার কোনও একটি গেমের ক্ষেত্রে এই নির্দেশ দিতে পারে।
- ই-স্পোর্টস – এর ক্ষেত্রে নিবন্ধন জরুরি। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জাতীয় ক্রীড়া প্রশাসন আইন ২০২৫ অনুযায়ী নির্ধারণ করবে ঐ গেমটি স্বীকৃত কিনা।
- ১৭ নম্বর বিধি অনুযায়ী, ব্যবহারকারীদের ডেটা একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ভারতে সংরক্ষিত রাখতে হবে।
- 'মানি গেমস' বলে চিহ্নিত সবকিছু যাবতীয় তথ্য ওয়েবসাইট এবং মোবাইল অ্যাপে তুলে দেবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।
- ব্যবহারকারীদের অভাব-অভিযোগ শোনার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে হবে প্রত্যেকটি গেমিং কোম্পানীকে। কোনও বিষয়ে কোম্পানীর পদক্ষেপে খুশি না হলে ৩০ দিনের মধ্যে কর্তৃপক্ষকে জানানো যেতে পারে।

## খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ক্ষেত্রে পিএলআই প্রকল্পের মাধ্যমে ৩.৩৯ লক্ষ কর্মসংস্থান

খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ক্ষেত্রে পিএলআই প্রকল্প বাবদ ২০২১ – ২০২২ থেকে ২০২৬ – ২০২৭ পর্যন্ত সময়কালের জন্য ১০,৯০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে সরকার। এর লক্ষ্য, বিশ্বের বাজারে ভারতীয় খাদ্য উৎপাদক সংস্থাগুলিকে প্রতিযোগিতায় আরও সক্ষম করে তোলা। প্রকল্পের আওতায় ২০২৬ – এর ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত ২৭৪টি প্রকল্প সম্পর্কিত ১৬৫টি আবেদনে সাড়া দেওয়া হয়েছে। এ বাবদ দেওয়া হয়েছে ২,১৬২.৫৫ কোটি টাকা। এরফলে, ৩.৩৯ লক্ষ কর্মসংস্থান হয়েছে। খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং সংরক্ষণের ক্ষমতা বার্ষিক-ভিত্তিতে ৩৪ লক্ষ মেট্রিক টন বেড়েছে।

## শেখা ঝিল পক্ষী অভয়ারণ্য ভারতের ৯৯তম রামসর সাইট

২২ এপ্রিল কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব জানান যে, উত্তর প্রদেশের আলিগড়ে শেখা ঝিল পক্ষী অভয়ারণ্য ভারতের ৯৯তম রামসর সাইট হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এরফলে, উত্তর প্রদেশে রামসর সাইটের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ১২'তে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আরও জানান যে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারত নিজের বাস্তুতন্ত্র, বিশেষ করে জলাভূমি এবং বনাঞ্চলকে সংরক্ষিত রাখার ক্ষেত্রে জোরদার উদ্যোগ নিয়েছে। শেখা ঝিল সেন্ট্রাল এশিয়ান ফ্লাইওয়ে বরাবর একটি বড় পর্যটন কেন্দ্র। এখানে নানা ধরনের পাখির দেখা মেলে।

# খাদ্য নিরাপত্তার সুনিশ্চিতকরণ

***দেশে এবং সারা বিশ্বে শস্যের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে গৃহীত বিশ্বের বৃহত্তম সমবায়-ভিত্তিক শস্য মজুত প্রকল্প কেবলমাত্র কৃষকদেরই উপকৃত করেনি, ভারতের অর্থনীতিকেও জোরদার করেছে। ২০২৩ সালের ৩১ মে মন্ত্রিসভার অনুমোদনের পর এবং ২০২৪ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারী প্রধানমন্ত্রীর হাতে সূচনা হওয়ার পর এই প্রকল্প কৃষকদের আয় বৃদ্ধিরও সহায়ক হয়ে উঠেছে।***

সমবায়ের মাধ্যমে রূপায়িত বিশ্বের বৃহত্তম শস্য মজুত প্রকল্পের মাধ্যমে প্রাথমিক কৃষি ঋণ সমিতিগুলির চাহিদা পূরণে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এরফলে, দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হওয়ার পাশাপাশি, শস্যের অপচয়ও কমেছে। কৃষকরা তাঁদের পণ্যের ভালো দাম পাচ্ছেন। পাইলট প্রকল্প হিসেবে শুরু হওয়া এই কর্মসূচির তত্ত্বাবধানে রয়েছে একটি আন্তঃমন্ত্রক কমিটি, জাতীয় স্তরের সমন্বয় কমিটি, রাজ্যস্তরের সমবায় উন্নয়ন কমিটি এবং জেলাস্তরের সমবায় উন্নয়ন কমিটি। দেশে খাদ্যশস্যের মজুত ব্যবস্থাপনার খামতি দূর করতে এবং কৃষি পরিকাঠামো গড়ে তুলতে কেন্দ্রীয় সরকার 'সমবায় ক্ষেত্রে বিশ্বের বৃহত্তম শস্য মজুত প্রকল্প' – এ অনুমোদন দিয়েছে। এর আওতায় শস্য ভাণ্ডার, কাস্টম হায়ারিং সেন্টার, প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র, ন্যায্য মূল্যের দোকান ইত্যাদি গড়ে তোলা হচ্ছে।

এক্ষেত্রে অর্থের সংস্থান হচ্ছে কৃষি পরিকাঠামো তহবিল, কৃষি বিপণন পরিকাঠামো প্রকল্প, প্রধানমন্ত্রী খাদ্য অণু প্রক্রিয়াকরণ উদ্যোগের মাধ্যমে।

*এই কর্মসূচি নাবার্ড – এর বিশেষ পুনঃঅধ্যয়ন প্রকল্পেরও সহায়তাপুষ্ট। এরফলে, অংশগ্রহণকারী সমবায়গুলি আর্থিক বোঝা কমেছে। কৃষি পরিকাঠামো তহবিলের আওতায় সুদে ৩% ছাড় পাওয়ায় প্রাথমিক কৃষি ঋণ সমিতিগুলির প্রদেশ সুদের হার ১% - এরও কম হয়েছে।*

কৃষি পরিকাঠামো তহবিলের আওতায় প্রাথমিক কৃষি ঋণ সমিতিগুলি মজুত ভাণ্ডার গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ঋণে সুদে ছাড় পাচ্ছে।

## শস্য মজুতের জন্য গৃহীত কৃষি বিপণন পরিকাঠামো প্রকল্প পরিমার্জিত হয়েছে

প্রয়োজনীয় মার্জিন মানির অনুপাত ২০% থেকে কমে ১০%

**সমতল**

**৭,০০০**

টাকা প্রতি মেট্রিক টন: নির্মাণের ব্যয় প্রতি মেট্রিক টনে ৩,০০০ – ৩,৫০০ টাকা থেকে বাড়ানো হয়েছে।

**উত্তর-পূর্বাঞ্চল**

**৮,০০০**

টাকা প্রতি মেট্রিক টন: নির্মাণের ব্যয় প্রতি মেট্রিক টনে ৪,০০০ টাকা থেকে বাড়ানো হয়েছে।

- প্রাথমিক কৃষি ঋণ সমিতিগুলির জন্য ভর্তুকি ২৫% থেকে বেড়ে ৩৩.৩৩% (বিশেষত, সমতল এলাকায় প্রতি মেট্রিক টন ৮৭৫ টাকা থেকে বেড়ে ২,৩৩৩ টাকা এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ক্ষেত্রে প্রতি মেট্রিক টনে ১,৩৩৩.৩৩ টাকা থেকে বেড়ে ২,৬৬৬ টাকা)।
- অতিরিক্ত ভর্তুকির সংস্থান, যা মোট অনুমোদিত ভর্তুকির এক-তৃতীয়াংশের সমতুল। সড়ক, প্রাচীর ইত্যাদি নির্মাণের জন্য এই সুবিধা দেওয়া হচ্ছে প্রাথমিক কৃষি ঋণ সমিতিগুলিকে।

### প্রকল্পের আওতায় প্রাপ্য পরিষেবা...

- গ্রামে প্রাথমিক কৃষি ঋণ/সমবায় সমিতিতে মজুত ভাণ্ডার
- যন্ত্র ভাড়া দেওয়ার কেন্দ্র
- প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র
- ন্যায্য মূল্যের দোকান (রেশন দোকান)

## শস্য মজুত প্রকল্পের প্রসার

| | |
|---|---|
| ৫৬০ | টি সমবায় সমিতি এই প্রকল্পের জন্য চিহ্নিত। |
| ১২০ | টি মজুত ভাণ্ডার তৈরি হয়েছে বিভিন্ন সমবায় সমিতিতে। |
| ৪২৬ | টি বিশদ প্রকল্প প্রতিবেদন পেশ হয়েছে মজুত ভাণ্ডার গড়ে তোলার জন্য। |
| ৭২,৭০২ | মেট্রিক টন শস্য মজুত রাখার ব্যবস্থা হয়েছে। |

*(দ্রষ্টব্য: ২০২৬ – এর ২০ জানুয়ারি পর্যন্ত)*

### মজুত কেন্দ্র গড়ে তোলার প্রক্রিয়া

- রাজ্যের সমবায় দপ্তর প্রাথমিক কৃষি ঋণ সমিতি/সমবায় সমিতি চিহ্নিত করে।
- স্থান-ভিত্তিক বিশদ প্রকল্প প্রতিবেদন তৈরি হয়।
- নির্দিষ্ট নকশা এবং নির্ধারিত গুণমানের কথা মাথায় রেখে নির্মাণের কাজ শুরু হয়।
- মজুত ভাণ্ডার গড়ে তোলার কাজ শেষ হয় প্রায় ছয় মাসের মধ্যে

**৯ বছর**

ভারতের খাদ্য নিগম এই মেয়াদের ভাড়ার জন্য গ্যারান্টি দেয়

কম সুদের হার **(প্রায় ১%)** কম সুদে ঋণ পাওয়া যায়, ৩৩% ভর্তুকি সমেত।

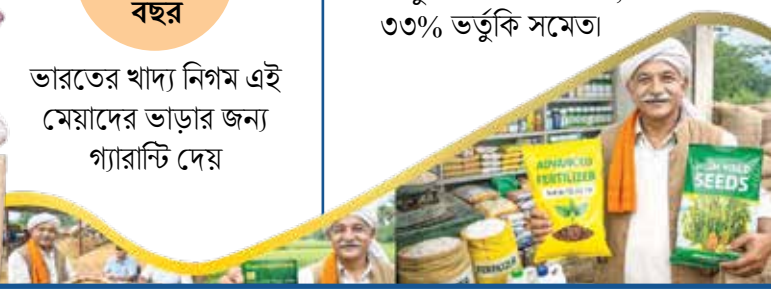


কৃষি বিপণন পরিকাঠামো প্রকল্পের আওতায় মজুত কেন্দ্র গড়ে তোলার জন্য ৩৩% ভর্তুকি দেওয়া হয়। কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তর কৃষি পরিকাঠামো তহবিলের মাধ্যমে কৃষি ঋণদান সমিতিগুলিকে ২ + ৫ বছর থেকে ২ + ৮ বছর পর্যন্ত ঋণের গ্যারান্টি দেয়।

শস্য মজুত পরিকাঠামোর গুরুত্ব তুলে ধরে কেন্দ্রীয় সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন যে, আগামী দিনে মজুতের ক্ষমতা তিন গুণ বৃদ্ধি করা জরুরি। সমবায় সমিতিগুলির মাধ্যমে এই ক্ষমতা দ্বিগুণ বাড়ানো উচিত। তিনি আরও বলেছেন, সব দায়িত্ব শুধুমাত্র কৃষি ঋণ সমিতিগুলির উপর চাপিয়ে দেওয়া ঠিক নয়; তহশিল পর্যায়ে সমবায়-ভিত্তিক দুগ্ধ উৎপাদন কেন্দ্র, প্রাদেশিক স্তরে বিপণন সংগঠন, জেলাস্তরে সমবায় ব্যাঙ্ক এবং জেলাস্তরে ক্রয় – বিক্রয় সংগঠনগুলিরও উচিৎ মজুত কেন্দ্র গড়ে তোলা। তিনি আরও বলেছেন, খাদ্যশস্য ক্রয়ের ৭০% হয় উত্তর ভারত, পাঞ্জাব এবং হরিয়ানায়। ক্রয়, মজুত এবং বিতরণের বিষয়টি আঞ্চলিক ভিত্তিতে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তুলতে পরিবহণের ব্যয় ৩০-৪০% কমতে পারে। ●

## ভারতের জনগণনা

# এক বলিষ্ঠ ভিত্তি প্রগতি ও উন্নয়নের

*ভারতে জনগণনা শুধুমাত্র একটি জনসংখ্যা গণনার বিষয় নয়; বরং এটি গোটা দেশের নীতি-নির্ধারণ কাঠামোর মেরুদণ্ড হিসেবে কাজ করে। জনগণনা শুরু হওয়ার পর থেকে ১০ বছর অন্তর এই গণনা চলে আসছে। কিন্তু কোভিড-১৯ এর কারণে তা বিলম্বিত হয় এবং ২০২৬-এর এপ্রিল থেকে আবার শুরু হয়েছে। এখন এটি 'উন্নত ভারত'-এর ভিত্তি তৈরির পথ প্রশস্ত করছে। আধুনিক প্রযুক্তি এবং ডিজিটাল বিপ্লবকে কাজে লাগিয়ে এবার জনগণনার পাশাপাশি জাতি গণনাও করা হচ্ছে। ১৫০ বছরের দীর্ঘ পরম্পরা বজায় রেখে 'অমৃতকাল'-এ জনগণনা ২০২৭ সালে এ দেশের গন্তব্যের পথ নির্ধারণ করা হবে, প্রতিটি নাগরিকের বিস্তারিত তথ্য, অংশগ্রহণ এবং অগ্রগতির তথ্য থাকবে। এটি শুধুমাত্র একটি গণনা নয়; এটি হ'ল – 'আত্মনির্ভর ভারত'-এর লক্ষ্যে একটি নতুন, উন্নয়নের রূপান্তরমূলক আখ্যান।*

ভারতের জনগণনা পরিসংখ্যানগত বিষয়ের চেয়ে আরও কিছু; এটি হ'ল – একটি জাতীয় অঙ্গীকার, যা দেশের ভবিষ্যতের অভিমুখ নির্ধারণ করে। এটি একটি জাতীয় দর্পণ হিসেবে কাজ করে – এটি একটি মাধ্যম, যার মধ্য দিয়ে ভারত তার ভাবনাচিন্তা তুলে ধরে। দেশের আত্মা'কে উপলব্ধি করা এবং এর ভবিষ্যৎ নির্মাণে এটি একটি উল্লেখযোগ্য প্রয়াস। এটি লেন্সের মত ভারতের অনন্য সম্ভাবনাকে তুলে ধরে – এর মানবসম্পদ, বৈচিত্র্য, চ্যালেঞ্জ এবং সীমাহীন সম্ভাবনা। তাই, জনগণনা হ'ল – শুধুমাত্র পরিসংখ্যান লিপিবদ্ধ করা নয় অথবা একটি দশকের প্রথা নয়, এটি হ'ল – দেশের শক্তি ও সক্ষমতার একটি প্রকৃত প্রতিফলন। এটি ভবিষ্যতের ভিত্তি নির্মাণের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। এই প্রেক্ষাপটে ভারত যখন দ্রুতগতিতে এগোচ্ছে এবং আমাদের সামনে '২০৪৭–এর মধ্যে উন্নত ভারত'-এর উল্লেখযোগ্য লক্ষ্য রয়েছে, তখন জনগণনা ২০২৭-এর তাৎপর্য আরও গভীর হয়ে উঠেছে। জাতীয় গুরুত্বের দিক থেকে জনগণনা হ'ল – একটি উল্লেখযোগ্য কাজ। জনগণনার মাধ্যমে যে সব পরিসংখ্যান পাওয়া যাবে, সেগুলি দেশের নীতি-নির্ধারণ এবং আগামী দিনগুলির কর্মসূচি রূপায়ণে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। সেই সুবাদে আগামী দশকগুলিতে পরিকল্পনার ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা আসবে।

## নীতি-নির্ধারণের এক বলিষ্ঠ ভিত্তি

স্বাধীন ভারতে ১৯৫১ সালে দেশে প্রথম জনগণনার

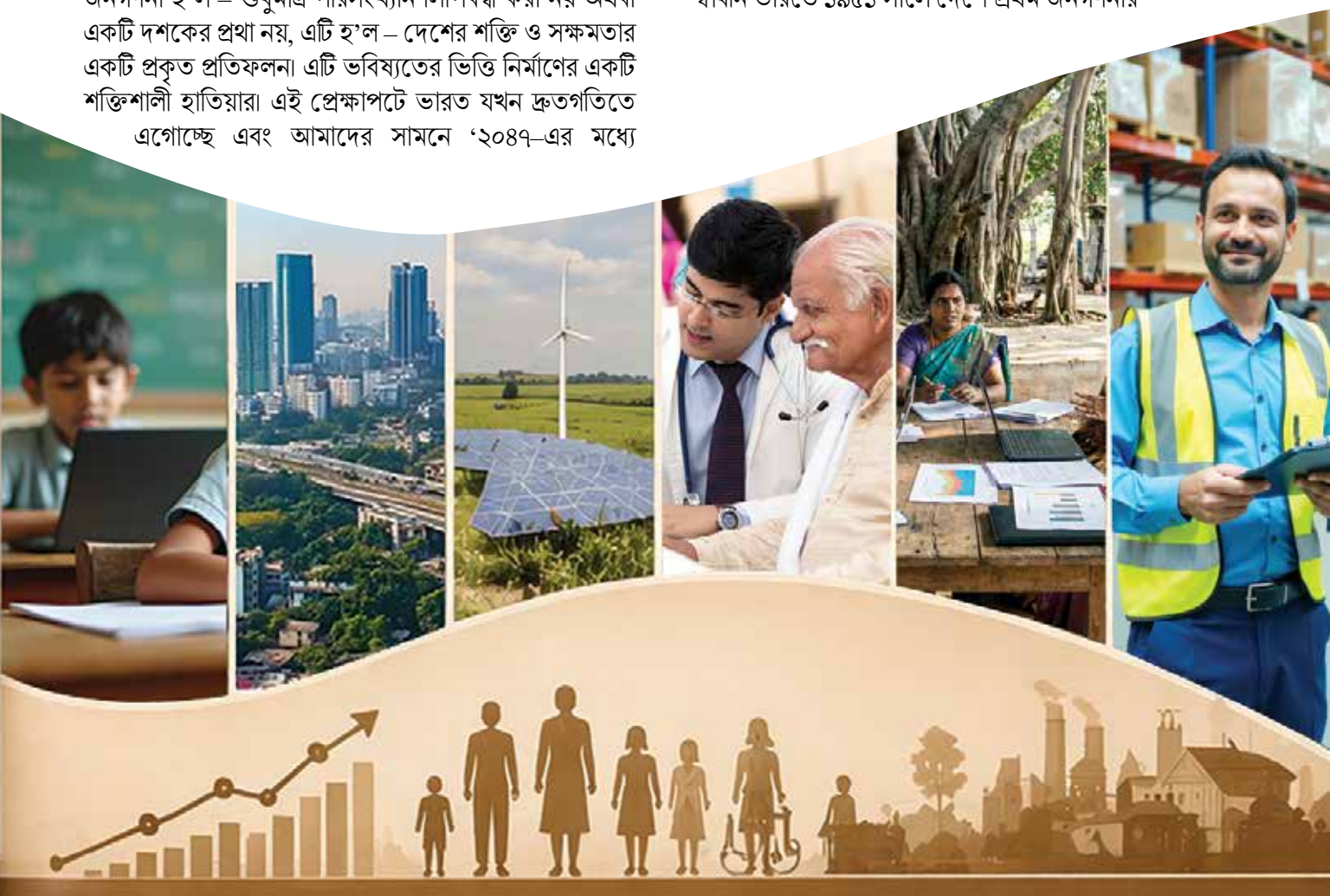

CENSUS 2027 COVER STORY

# জনগণনা : একটি দীর্ঘ ও সমৃদ্ধ পরম্পরা

*ভারতে প্রথম জনগণনা হয় ১৮৮১ সালে। যদিও কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র' এবং আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরী'র মতো প্রাচীন বইগুলিতে জনগণনার উল্লেখ পাওয়া যায়...*

- ভারতে জনগণনার এক দীর্ঘ ও সমৃদ্ধ পরম্পরা রয়েছে। জনগণনার প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় 'কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে' (৩২১-২৯৬ খ্রীঃপূঃ)।
- আকবরের শাসনকালে আবুলফজলের 'আইন-ই-আকবরী'তে জনগণনার কাজের উল্লেখ রয়েছে।
- বিজ্ঞানসম্মতভাবে ভারতে প্রথম জনগণনা হয় ১৮৬৫ থেকে ১৮৭২ সালের মধ্যে।

**স্বাধীনতা-উত্তর জনগণনা (১৯৫১ – ২০১১)**

স্বাধীন ভারতের প্রথম জনগণনা হয় **১৯৫১**'তে।

এরপর প্রতি ১০ বছর অন্তর জনগণনা হয় **২০১১** পর্যন্ত।

কোভিড-১৯ অতিমারীর কারণে ২০২১-এর জনগণনা করা যায়নি; এখন সেটি করা হচ্ছে।

উদ্যোগ নেন দেশের প্রথম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল। সেই সময়ে, তিনি বলেছিলেন, "প্রতিষ্ঠান হিসেবে জনগণনার এক দীর্ঘ ঐতিহাসিক অতীত রয়েছে; শুধুমাত্র দেশের মানুষের গণনার মধ্যে এর কাজ সীমাবদ্ধ নেই। এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে উল্লেখযোগ্য তথ্য, যা আমাদের প্রশাসনিক নীতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। জনগণনার সময়ে সংগৃহীত তথ্যসমূহের গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক তাৎপর্য রয়েছে। বহু ক্ষেত্রে আর্থিক নীতির ক্ষেত্রে এটি উল্লেখযোগ্য পথনির্দেশিকা হিসেবে কাজ করেছে। জনসংখ্যার তথ্যের মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে আর্থিক অভিমুখ। জনগণনা এইসব তথ্যের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সহায়তা করে এবং সুসমন্বয় গড়ে তোলে।"

বস্তুতপক্ষে, জনগণনার মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য সরকারের নীতি-নির্ধারণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন, স্বাস্থ্য পরিচর্যা, কর্মসংস্থান, গ্রাম ও শহরের উন্নয়নে নীতি-নির্ধারণ ও রূপায়ণের ক্ষেত্রে জনগণনার পরিসংখ্যান অত্যন্ত কার্যকরী হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। সামাজিক সম্প্রীতিকে শক্তিশালী করা এবং ন্যায়কে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে জনগণনা গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে কাজ করেছে। এটি সমাজের সেইসব ক্ষেত্রকে চিহ্নিত করেছে, যেগুলির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে পিছিয়ে থাকা জাতির উন্নয়ন। দারিদ্র্য দূরীকরণ, মহিলাদের ক্ষমতায়ন ও গ্রামোন্নয়নের মতো ক্ষেত্রে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সঙ্গে এইসব তথ্য আরও কার্যকরভাবে যুক্ত করা হয়েছে। সমাজের প্রান্তিক মানুষ পর্যন্ত উন্নয়নের আলো যাতে পৌঁছয়, তা সুনিশ্চিত করে এই প্রক্রিয়া।

আধুনিক যুগে পরিসংখ্যানের গুরুত্ব সর্বজনীনভাবে স্বীকৃত। যে কোনও দেশের বর্তমানের বাস্তবতা এবং ভবিষ্যতের গন্তব্য নির্ধারণে এইসব তথ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তথাপি সরকারের নীতি নির্ধারণ থেকে জাতীয় উন্নয়নের

## জনগণনার উদ্দেশ্য, তাৎপর্য এবং উপযোগিতা

**উদ্দেশ্য**

গ্রাম, শহর এবং ওয়ার্ড স্তরে প্রাথমিক তথ্যের সবচেয়ে বড় উৎস হল জনগণনা। এটি প্রশাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার, যা আগামী দশকগুলিতে ভারতের উন্নয়ন পরিকল্পনার ভিত্তি তৈরি করবে।

**তাৎপর্য**

জনসংখ্যা, অর্থনীতি, নৃতত্ত্ব, সমাজ বিজ্ঞান, পরিসংখ্যান এবং অন্যান্য বহুক্ষেত্র সহ বিদ্বান এবং গবেষকদের তথ্যের ক্ষেত্রে দীর্ঘকাল ধরে অপরিহার্য উৎস হিসেবে কাজ করে আসছে জনগণনা। ভারতকে বোঝা এবং চর্চার ক্ষেত্রে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। কারণ ভারতের মানুষের সমৃদ্ধ বৈচিত্র্য ১০ বছর অন্তর এই জনগণনার মাধ্যমে জানা যায়।

**উপযোগিতা**

বাড়ির অবস্থা, সুযোগ-সুবিধা ও সম্পত্তি, জনসংখ্যা, ধর্ম, তপশিলি জাতি ও তপশিলি উপজাতি, ভাষা, সাক্ষরতা ও শিক্ষা, আর্থিক কর্মকাণ্ড, দেশান্তর এবং প্রজনন ক্ষমতা সহ বিভিন্ন ধরনের বিচার্য বিষয়ের বিস্তারিত পরিসংখ্যান এর মাধ্যমে পাওয়া যায়। এইসব পরিসংখ্যান উন্নয়ন পরিকল্পনা সহ বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হয়।

## জনগণনা দুটি পর্যায়ে করা হবে

**পর্যায় ১**

বাড়ির তালিকা এবং বাড়ির গণনা (এইচএলও) : এপ্রিল এবং সেপ্টেম্বর ২০২৬-এর মধ্যবর্তী সময়ে রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির সুবিধা অনুযায়ী ৩০ দিন ধরে এই কাজ করা হবে। বাড়ির তালিকাভুক্তির প্রক্রিয়ার আগে 'স্ব-শুমারি'র জন্য ১৫ দিনের ব্যবস্থা রাখা হবে।

- এই পর্যায়ে বাড়ির অবস্থা, বাড়ির প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা এবং তাঁদের সম্পত্তির তথ্য সংগ্রহ করা হবে। প্রথম পর্যায়ে ৩৩টি প্রশ্ন থাকবে, যেগুলি ইতিমধ্যে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানানো হয়েছে।

**পর্যায় ২**

জনসংখ্যা গণনা : ২০২৭-এর ফেব্রুয়ারিতে এটি করা হবে। তবে লাদাখ এবং জম্মু-কাশ্মীরের মতো কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এবং উত্তরাখণ্ড ও হিমাচল প্রদেশের মতো তুষারাবৃত রাজ্যগুলিতে সেপ্টেম্বর ২০২৬-এ এই কাজ করা হবে।

- জাতি গণনার কাজও করা হবে।
- জনসংখ্যা, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, শিক্ষা, দেশান্তরিত হওয়া, প্রজনন ক্ষমতা প্রভৃতি তথ্য প্রতিটি ব্যক্তির কাছ থেকে সংগ্রহ করা হবে।

**বর্তমান জনগণনা দেশের ১৬তম জনগণনা এবং স্বাধীনতার পর থেকে অষ্টম জনগণনা।**

উদ্যোগ এবং জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলিতে এইসব তথ্য ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। গবেষণার কাজে সহায়তা এবং অর্থনীতির সামগ্রিক ছবি পেতে এইসব তথ্য প্রয়োজন হয়। বিখ্যাত মার্কিন পরিসংখ্যানবিদ উইলিয়াম এডওয়ার্স ডেমিং-এর বক্তব্যের মাধ্যমে এইসব তথ্যের গুরুত্ব ও উপযোগিতা উপলব্ধি করা যায়। তিনি বলেছেন, "পরিসংখ্যান ছাড়া আমরা একজন মতামতদানকারী ব্যক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়।" অন্যকথায় যে কোনও ভাবনাচিন্তা, নীতি এবং পরিকল্পনাকে জোরদার করার ক্ষেত্রে এইসব পরিসংখ্যান ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

### গণনার মহাযজ্ঞ

ধর্মীয় গ্রন্থ অনুযায়ী, সুনির্দিষ্ট ফলাফল অর্জনের লক্ষ্যে যজ্ঞের আয়োজন করা হয়ে থাকে। এটি অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করে এবং সুনির্দিষ্ট ইচ্ছা ও প্রয়োজনীয়তাকে পূর্ণ করার লক্ষ্যে এটিকে একটি মাধ্যম হিসেবেও গণ্য করা হয়। ২০২৭-এর জনগণনা একটি বড় যজ্ঞ ছাড়া আর কিছুই নয়। দুটি পর্যায়ের এই জনগণনা বিশ্বের সর্ববৃহৎ জনগণনা, এপ্রিল-২০২৬ থেকে যার সূচনা হয়েছে। যদিও এই জনগণনা ২০২১-এ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু কোভিড-১৯ অতিমারির কারণে এটিকে স্থগিত রাখতে হয়। এই প্রথম জনগণনা পুরোপুরি ডিজিটাল ব্যবস্থায় করা হবে; এই প্রথম মোবাইল অ্যাপ এবং অনলাইনে ব্যক্তি সুমারির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এই জনগণনার সঙ্গে সমস্ত সম্প্রদায়ের জাতি গণনার কাজও করা হবে। এই কাজে ভারতে ৩.১ মিলিয়নের বেশি ফিল্ডকর্মীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। ১৬ জুন ২০২৫-এ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক আনুষ্ঠানিকভাবে ২০২৭-এর জনগণনার বিজ্ঞপ্তি জারি করে। ভারতে বিভিন্ন ধরনের মানুষের বিভিন্ন রকমের পরিসংখ্যান সংগ্রহের ক্ষেত্রে একক বৃহত্তম উৎস হিসেবে কাজ করে থাকে এই জনগণনা।

CENSUS 2027 COVER STORY

# বিশ্বের সর্ববৃহৎ জনগণনা

## প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ডাক

*আমার প্রিয় দেশবাসীগণ,*

*বর্তমানে আমাদের দেশে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অভিযান চলছে, যেটি নিয়ে প্রত্যেক ভারতীয় অবশ্যই অবহিত। এটি বিশ্বের সর্ববৃহৎ জনগণনা অভিযান। যাঁরা ইতিমধ্যেই এই ধরনের প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে গিয়েছেন, এইবার তাঁরা ভিন্ন অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হবেন।*

- *জনগণনা ২০২৭-কে ডিজিটাল করা হয়েছে। ডিজিটাল আকারে সমস্ত তথ্যকে সরাসরি নথিভুক্ত করা হচ্ছে। বাড়ি বাড়ি যাওয়া গণনাকারীদের কাছে একটি মোবাইল অ্যাপ থাকবে। আপনার সঙ্গে কথা বলার পর তাঁরা তথ্য নথিভুক্ত করবেন।*
- *এবারের জনগণনায় আপনার অংশগ্রহণ আরও সহজ করা হয়েছে ; আপনি সহজেই আপনার তথ্য নিজেই জানতে পারবেন। গণনাকারীরা পৌঁছনোর ১ দিন আগেই এই ব্যবস্থা চালু করা হবে। আপনার সুবিধা অনুযায়ী আপনি তথ্য জানতে পারবেন। আপনি যখন প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ করবেন, তখন একটি বিশেষ আইডি পাবেন। এই আইডি আপনার মোবাইল ফোন বা ইমেলে পৌঁছবে। পরে গণনাকারীরা যখন আপনার বাড়ি পরিদর্শন করবেন, তখন এই আইডি দেখিয়ে আপনি তথ্য যাচাই করে নিতে পারবেন। এর ফলে আপনাকে আবার তথ্য প্রদান করতে হবে না। এতে সময়ের সাশ্রয় হয় এবং প্রক্রিয়াটি সহজ হয়।*
- *যে সব রাজ্যে ব্যক্তি সুমারি সম্পূর্ণ হয়েছে, সেখানে গণনাকর্মীরা বাড়ি বাড়ি গণনার কাজও শুরু করেছেন। এ পর্যন্ত প্রায় ১ কোটি বাড়িকে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে, এ পর্যন্ত ২০ লক্ষ পরিবারের কাজ শেষ করা হয়েছে।*
- *জাতীয় জনগণনা শুধুমাত্র একটি সরকারি কাজ নয়। এটি আমাদের সকলের দায়িত্ব ও কর্তব্য। আপনার অংশগ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আপনার দেওয়া সমস্ত তথ্য পুরোপুরি সুরক্ষিত থাকবে, গোপন রাখা হবে এবং ডিজিটাল সুরক্ষার মাধ্যমে সুরক্ষিত থাকবে। আসুন, আমরা সবাই এই প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করি। আসুন, আমরা সবাই জনগণনা ২০২৭-কে সফল করে তুলি।*

## এক ফোন, সম্পূর্ণ তথ্য

টোল ফ্রি নম্বরে ফোন করুন **১৮৫৫**

জনগণনা ২০২৭ সম্পর্কিত সর্বশেষ সরকারি তথ্য পেতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

### জনগণনা - প্রশাসনিক কাঠামো

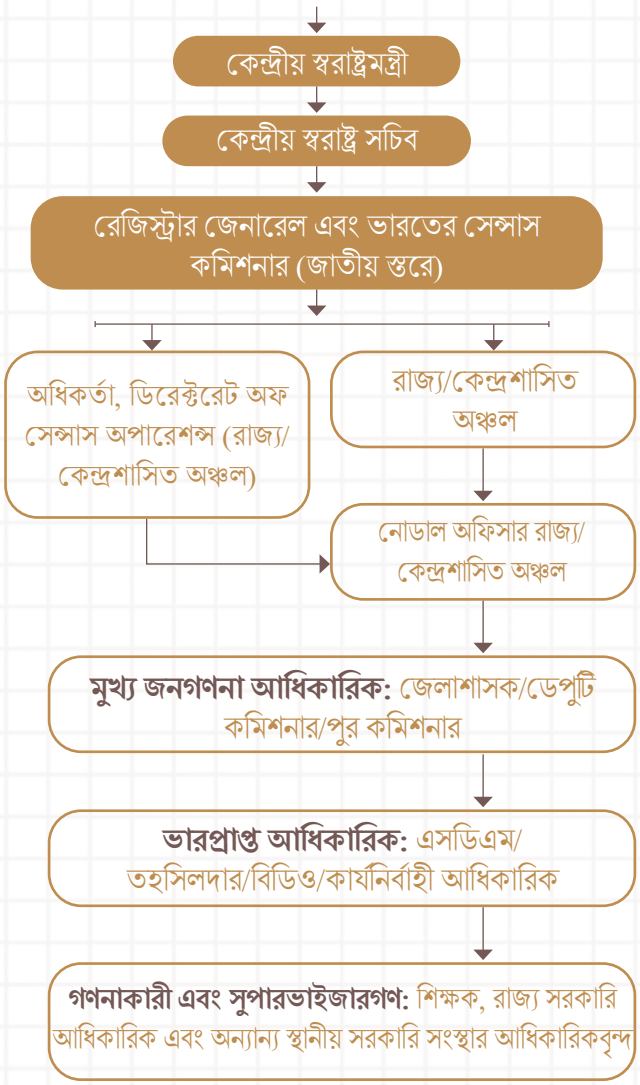


### গত চার দশকের জনসংখ্যার বিন্যাস

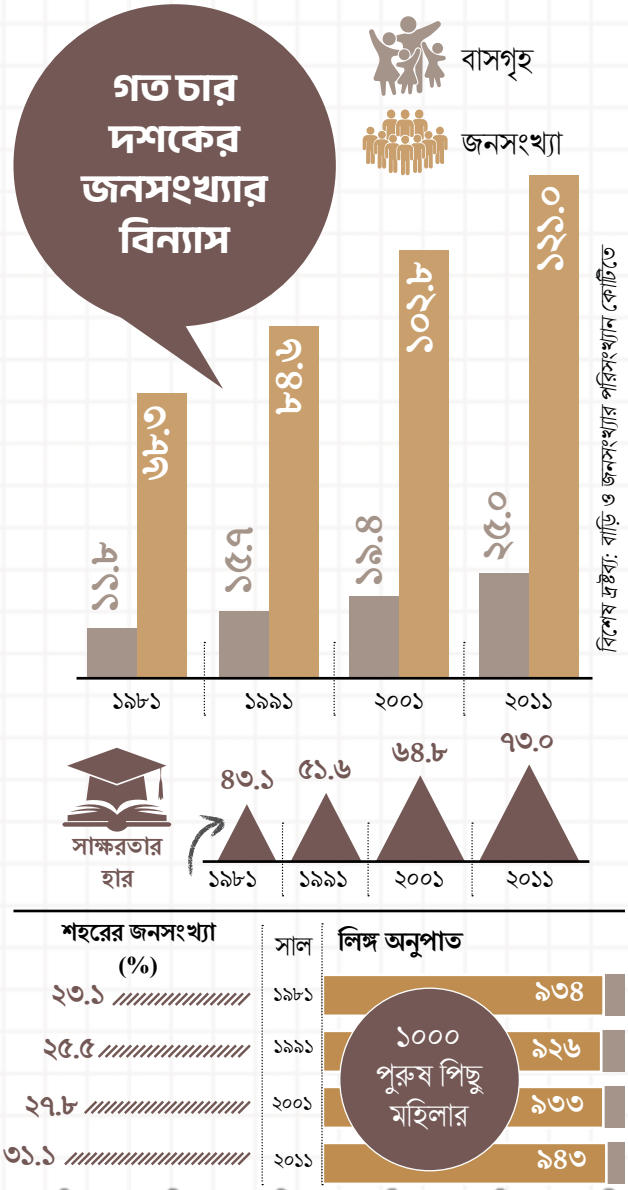


১৫০ বছরেরও বেশি সময় ধরে ইতিহাসের সাক্ষী বিশ্বস্ত এবং সময়োত্তীর্ণ এই প্রক্রিয়া প্রতি ১০ বছর অন্তর ধারাবাহিকভাবে জনসংখ্যা-সংক্রান্ত সঠিক তথ্য প্রদান করে এসেছে। ২০২৭-এর জনগণনা দেশের ১৬তম জনগণনা এবং স্বাধীনতার পর থেকে অষ্টম জনগণনা। জনগণনার প্রকৃত উদ্দেশ্য, তাৎপর্য এবং উপযোগিতা আত্মস্থ করতে হলে, দেশের প্রথম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গোবিন্দ বল্লভ পন্থ-এর এই কথাগুলির দিকে অবশ্যই নজর দিতে হবে। তিনি বলেছিলেন, "বস্তুতপক্ষে বর্তমান যুগে প্রতিটি অনুসন্ধান ও চর্চার ক্ষেত্রে জনগণনা রিপোর্ট ছাড়া কোনও প্রশাসনিক,

**আজ বাড়ির তালিকা এবং আবাসন সংক্রান্ত কাজের ক্ষেত্রে জনগণনা ২০২৭-এর প্রথম পর্যায়ের সূচনা হয়েছে। এই প্রথম এই জনগণনায় তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে ডিজিটাল মাধ্যমকে ব্যবহার করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে ভারতের সাধারণ মানুষ তাঁদের বাড়ি সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্যের পেশের কাজ নিজেরাই করতে পারছেন। ভারতের মানুষের কাছে তাঁদের বাড়ি সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য পেশ এবং জনগণনা প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের আবেদন জানাচ্ছি।**

*নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী*

অর্থনৈতিক, বা সামাজিক উদ্যোগের গুরুত্ব বোঝা সম্ভব নয়। বস্তুতপক্ষে ছোটখাটো বিষয়গুলির নিষ্পত্তিতেও যে কেউ জনগণনা রিপোর্ট নিয়ে প্রায়ই শলাপরামর্শ করে থাকেন।" একটি দেশের সুনির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তি, বাড়ি এবং কাঠামোর ধারাবাহিক ও সরকারি প্রক্রিয়া হল জনগণনা। এটি জনসংখ্যার ব্যাপ্তি, বৃদ্ধি এবং জনসংখ্যার বন্টন মূল্যায়ন করে থাকে। এছাড়া সাক্ষরতা, আবাসন, অভিবাসন, জন্মহার, কর্মসংস্থান এবং আয়ের ক্ষেত্রে পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা হয়ে থাকে।

## আর পেন এবং কাগজ নয়...
# ডিজিটাল জনগণনা ২০২৭

*প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে গত এক দশকে ডিজিটাল বিপ্লবের ক্ষেত্রে ভারত পথিকৃৎ হয়ে উঠেছে। ২০৪৭-এর মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর বিকশিত ভারতের ভাবনা বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রে ডিজিটাল জনগণনাকে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও ঐতিহাসিক পদক্ষেপ হিসেবে মনে করা হয়। প্রচলিত কাগজ-ভিত্তিক পদ্ধতি থেকে সরে এসে 'Bring Your own Device (BYOD)' মডেল ব্যবহার করে বিশেষ মোবাইল ব্যবস্থার মাধ্যমে গণনাকারীরা তথ্য সংগ্রহ করবেন।*

- "se.census.gov.in" পোর্টালের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে স্ব-শুমারির সুযোগ প্রদান করা হয়েছে।

- হাউস-লিস্টিং ব্লক ক্রিয়েটর (এইচএলবিসি) ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন : একটি ওয়েব মানচিত্র প্রয়োগ ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে

উপগ্রহের ছবি ব্যবহার করে ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকরা ডিজিটাল পদ্ধতিতে হাউসলিস্টিং ব্লক তৈরি করতে পারেন, দেশজুড়ে ভৌগোলিক আওতাকে সুনিশ্চিত করতে পারেন।

- এইচএলও মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন : এটি হাউসলিস্টিং পরিসংখ্যান সংগ্রহ ও আপলোডের ক্ষেত্রে গণনাকারীদের জন্য একটি সুরক্ষিত অফলাইন মোবাইল ব্যবস্থা। সিএমএমএস পোর্টালে শুধুমাত্র নথিভুক্ত হওয়া গণনাকারীরা এই প্রয়োগের সুবিধা নিতে পারেন। এই অ্যাপ কাগজপত্রের প্রচলিত ব্যবস্থাকে দূরে সরিয়ে ফিল্ড থেকে সার্ভারে পরিসংখ্যান প্রেরণে সহায়তা করে।

- এই অ্যাপের মাধ্যমে সমস্ত বাড়ির পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা হবে, যা শুধুমাত্র নথিভুক্ত মোবাইল নম্বর ব্যবহার করে করা যাবে। এই ব্যবস্থা অ্যান্ড্রয়েড এবং iOS প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং ১৬টি আঞ্চলিক ভাষায় এতে কাজ করা যেতে পারে।

- সেন্সাস ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড মনিটরিং সিস্টেম (সিএমএসএস) পোর্টাল: প্রশাসনিক স্তরে পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা, রূপায়ণ এবং কেন্দ্রীয়ভাবে পরিচালিত ওয়েবভিত্তিক ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম।

# জনগণনা ২০২৭:
# বলিষ্ঠ তথ্য সুরক্ষা

*জনগণনা ২০২৭-এ দেশবাসীর কাছ থেকে সংগ্রহ করা যে কোনও তথ্য আইনিভাবে পুরোপুরি গোপনীয় এবং সুরক্ষিত থাকবে৷ কোনও অবস্থাতেই ব্যক্তিগত তথ্য জনসমক্ষে আনা হবে না৷ এছাড়া তথ্যকে সুরক্ষিত রাখতে, হ্যাকিং রুখতে এবং অবৈধ প্রবেশ রুখতে একটি বহুস্তরীয় "সাইবার রক্ষাকবচ" তৈরি করা হয়েছে৷*

- প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনকে অগ্রাধিকার এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের মাধ্যমে এটি সুনিশ্চিত করা হবে যে, জনগণনা ২০২৭ নিখুঁত, সুরক্ষিত এবং সর্বাত্মক৷
- সুরক্ষিত মোবাইল ব্যবহার করে বাড়ি বাড়ি গিয়ে জনগণনা ২০২৭-এ তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে৷ এতে তথ্য সুরক্ষা সুনিশ্চিত করতে বলিষ্ঠ সুরক্ষা ব্যবস্থা এবং অন্যান্য সমস্ত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে৷



- মোবাইলের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ থেকে শুরু করে সার্ভারে এটিকে সংরক্ষিত করা পর্যন্ত গোটা প্রক্রিয়ায় তথ্য সুরক্ষা সুনিশ্চিত করতে সর্বাত্মক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে৷
- জনগণনা ২০২৭-এ ব্যবহৃত ডিজিটাল পদ্ধতিতে শক্তিশালী ইনক্রিপশন এবং উচ্চস্তরীয় তথ্য সুরক্ষায় যথাযথ ব্যবস্থা রাখা হয়েছে৷
- জনগণনা আইন ১৯৪৮ এবং জনগণনা বিধি ১৯৯০-এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে৷ এই প্রক্রিয়ায় সংগৃহীত সমস্ত ব্যক্তিগত তথ্য পুরোপুরি গোপনা রাখা হবে৷
- তথ্য সুরক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়ার পাশাপাশি শুধুমাত্র সমষ্টিগত তথ্যাদি বিভিন্ন প্রশাসনিক স্তরে প্রকাশ করা হবে৷
- জনগণনা ২০২৭-এর সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন কাজের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও নজরদারির লক্ষ্যে একটি সুনির্দিষ্ট ওয়েব পোর্টাল তৈরি করা হয়েছে৷



*যে সব ব্যক্তি তাঁদের "স্ব-শুমারি" প্রক্রিয়ায় তাঁদের সেল্ফ-এনুমারেশন আইডি (এসই আইডি) তৈরি করেছেন, তাঁরা গণনাকারীর সঙ্গে তা ভাগ করে নিন৷ যে সব বাড়ি স্ব-শুমারি বেছে নেয়নি, বাড়ি বাড়ি পরিদর্শনের সময় গণনাকারীরা এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবেন৷*

জাতীয় জনসংখ্যা গণনার নীতি এবং সুপারিশগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে দেশের মধ্যে বা নির্ধারিত সীমানায় সুনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সমস্ত ব্যক্তির তথ্য সংগ্রহ, সেগুলিকে একত্রিত করা এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক ও জনসংখ্যা সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ করা হবে৷

## জনগণনার আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট

'Census' শব্দটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ 'censere' থেকে, যার অর্থ হল, "মূল্যায়ন করা" অথবা "যাচাই করা"। খ্রিস্টপূর্ব প্রথম বা দ্বিতীয় শতাব্দীর সঙ্গে এর ইতিহাস জড়িয়ে রয়েছে৷ সেই সময় রোমে কর আদায় এবং বাধ্যতামূলক সামরিক সেবায় প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের সংখ্যা নির্ধারণের জন্য ম্যাজিস্ট্রেটদের জনসংখ্যা নথিভুক্ত করতে হত৷ রোমান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার আগে বিভিন্ন প্রাচীন জনগণনায় তথ্যপ্রমাণ জমি সংক্রান্ত জরিপের আকারে পাওয়া যায়৷ খ্রিস্টপূর্ব ৩০ শতকে প্রাচীন ব্যাবিলন, চিন এবং মিশরে এই ধরনের গণনা করা হত৷ নীল নদ উপত্যকা এবং প্রাচীন পারস্যে হেরোডোটাস একই ধরনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন৷ ওল্ড টেস্টামেন্টেও জনগণনার হিসেব রয়েছে৷ এক্সোডাসের আগে (আনুমানিক ১৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে) মোজেস ইজরাইলে যুদ্ধরতদের গণনা করেছিলেন৷ একইভাবে দ্বাদশ শতকের শেষ দিকে এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে চেঙ্গিজ খান তাঁর জয় করা এলাকাগুলিতে করদাতার সংখ্যা যাচাই করতে জনগণনা করেছিলেন৷ চিনেও চতুর্দশ শতকে জনগণনা সংক্রান্ত পরিকল্পনার প্রমাণ রয়েছে৷ সমস্ত বয়সী মানুষদের গণনার লক্ষ্যে সবচেয়ে প্রাচীন জনগণনা

**দুটি সুনির্দিষ্ট পর্যায়ে জনগণনা করা হয়: প্রথমটি হল বাড়ির সংখ্যা গণনা, তারপর ব্যক্তি গণনা করা হয়। বর্তমানে প্রথম পর্যায়ে বাড়ি গণনার কাজ চলছে। যেহেতু বাড়িগুলিতে জাতি পরিচয় থাকে না, তাই এই পর্যায়ে জাতি সংক্রান্ত কোনও তথ্য থাকছে না। যখন আমরা ব্যক্তি গণনার কাজ করব, তখন জাতিগণনার বিষয়টি থাকবে।**

*অমিত শাহ, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী*

হয়েছিল জামার্নির নুরেমবার্গ শহরে, ১৪৪৯ সালে। পঞ্চদশ এবং ষোড়শ শতাব্দীতে সুইজারল্যান্ডে প্রাদেশিক বা পৌরসভায় জনগণনা হয়েছিল। উত্তর আমেরিকায় স্পেনের দখলে থাকা এলাকাগুলিতে ১৫৭৬ সালে রাজা দ্বিতীয় ফিলিপ প্রথম জনগণনা চালু করেছিলেন। এই কাজটি করেছিলেন ওই অঞ্চলের আদি অধিবাসীরা এবং তাঁরা যে রিপোর্ট তৈরি করেছিলেন, তা এখন টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত রয়েছে।

তথাপি ইতিহাস অনুযায়ী "প্রথম জনগণনা"র সুনির্দিষ্ট কোনও তথ্য নেই, তবে প্রাচীনকালের জনগণনায় আধুনিক জনগণনার এক বা একাধিক বৈশিষ্ট্য যুক্ত করা হয়েছে। কেউই একইসঙ্গে সবকটি বৈশিষ্ট্য যুক্ত করার দাবি করতে পারবে না।

## কোভিডের কারণে জনগণনায় দেরি

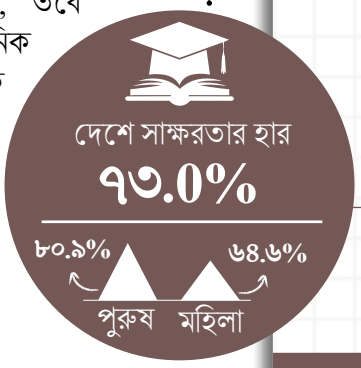

*২০১১-র জনগণনার পর ২০২১-এ জনগণনার সমস্ত প্রস্তুতি সরকার সম্পূর্ণ করেছিল। সেই সময় শতাব্দীর সবচেয়ে বড় অতিমারী আছড়ে পড়ে, যার ফলে জনগণনা অসম্ভব হয়ে পড়ে। কোভিডের পরেও সমস্যা থেকে গিয়েছিল, যা কাটিয়ে উঠতে সময়ের প্রয়োজন ছিল। এখন আবার জনগণনার কাজ করা হচ্ছে।*

- প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সভাপতিত্বে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে ভারতে জনগণনা ২০২১ এবং জাতীয় জনসংখ্যা নিবন্ধন (এনপিআর)-এর সর্বশেষ তথ্য সংযোজন অনুমোদন করা হয়।
- কোভিড-১৯ অতিমারীর কারণে পরবর্তী নোটিশ জারি না করা পর্যন্ত জনগণনা ২০২১ এবং এর সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য কাজকর্ম স্থগিত রাখা হয়।
- জনগণনা ২০২১ সম্পূর্ণ করার জন্য সরকার ২৮ মার্চ ২০১৯এ গেজেট বিজ্ঞপ্তি জারি হয়।
- অবশেষে ২০২৭-এ ভারতে বহু প্রতীক্ষিত জনগণনা শুরু হচ্ছে।

### জনগণনা ২০১১-এ জনসংখ্যা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমূহ

মোট জনসংখ্যা
১.২১ বিলিয়ন
১ মার্চ ২০১১ পর্যন্ত

পুরুষের সংখ্যা
৬২.৩২ কোটি

মহিলার সংখ্যা
৫৮.৭৬ কোটি

জনসংখ্যা বৃদ্ধি
২০০১-২০১১ দশকে
১৮.২০ কোটি

২০১১তে শিশুদের লিঙ্গ অনুপাত
(প্রতি ১,০০০ বালকে)
৯১৮ বালিকা

২০১১-তে ভারতে জনসংখ্যার ঘনত্ব
৩৮২ প্রতি বর্গ কিলোমিটারে, এক দশকে বৃদ্ধি ১৭.৭%।

দেশে সাক্ষরতার হার
৭৩.০%
৮০.৯% পুরুষ
৬৪.৬% মহিলা

সাক্ষরতার হারে শীর্ষে রয়েছে কেরালা ৯৩.৯১%

এরপর রয়েছে লাক্ষাদ্বীপ (৯১.৮%) এবং মিজোরাম (৯১.৩%)

# জনগণনার পুরো প্রক্রিয়া

*রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি মসৃণভাবে জনগণনার কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। কারণ, তথ্য সংগ্রহ, যাচাই, তদারকি, নজরদারি এবং অগ্রগতি পর্যালোচনা সহ তৃণমূল স্তরে বিভিন্ন কাজকর্মে জনগণনা আইন ১৯৪৮ এবং জনগণনা বিধি ১৯৯০-এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রশাসনের নিযুক্ত করা জনগণনা আধিকারিকরা করে থাকেন...*

**প্রথমবার** জনগণনা করা হবে ডিজিটাল পদ্ধতিতে

**প্রথমবার** 'স্ব-শুমারি'র ব্যবস্থাও থাকবে

## এটিকে কেন 'জনগণনা ২০২৭' হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে?

- ১৬ জুন, ২০২৫-এ সরকার 'জনগণনা ২০২৭'-এর গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে। কেউ প্রশ্ন করতে পারেন : যদি এপ্রিল ২০২৬-এ এই দুই পর্যায়ের গণনার সূচনা হয়ে থাকে, তবে এটিকে কেন 'জনগণনা ২০২৭' বলা হচ্ছে?
- এর উত্তর হল, জনসংখ্যা গণনার চূড়ান্ত পর্যায়ের কাজ শুরু হবে ১ মার্চ, ২০২৭-এ। এর অর্থ হল, ২৮ ফেব্রুয়ারি রাত ১২টার মধ্যে যারা জন্মগ্রহণ করবে, জনগণনা ২০২৭-এ তাদের যুক্ত করা হবে। বিপরীত দিক থেকে এই একই তারিখ এবং সময়ের মধ্যে যাঁরা মারা যাবেন, তাঁদের নাম বাদ যাবে।
- লাদাখ এবং জম্মু ও কাশ্মীর সেইসঙ্গে উত্তরাখণ্ড ও হিমাচল প্রদেশের মতো তুষার কবলিত এলাকাগুলিতে ১ অক্টোবর ২০২৬-এর ০০:০০ ঘন্টাকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

## বাড়ির তালিকা এবং বাড়ির জনগণনার সময় ৩৩টি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হবে

- ১ এপ্রিল এবং ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬-এর মধ্যে গোটা দেশে বাড়ির তালিকা এবং বাড়িগণনার কাজ করা হবে।
- এই ৬ মাসের সময়সীমার মধ্যে প্রতিটি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল নির্ধারিত ৩০ দিনের মধ্যে হাতে-কলমে তাদের কাজ সম্পন্ন করবে।
- বাড়ির তালিকা এবং বাড়িগণনার পর্বে বাড়ির অবস্থা, সুযোগ-সুবিধা এবং সম্পত্তি সংক্রান্ত তথ্যও সংগ্রহ করা হবে।
- মূল বিষয়গুলি জানতে জানুয়ারি ২০২৬-এ প্রথম পর্যায়ের জন্য মোট ৩৩টি প্রশ্ন রাখা হয়েছে, যেগুলি নথিভিত্তিক পরিকল্পনা, নীতি প্রণয়ন এবং কল্যাণমূলক প্রকল্পগুলির একটি ভিত্তি তৈরি করবে।

সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে আধুনিক জনগণনার সূচনা হয়, তাতে গুরুত্বপূর্ণ জনসংখ্যা-সংক্রান্ত বৈশিষ্ট্য সহ গোটা দেশের জনসংখ্যা গণনা করা হয়।

## ১৮৭২ সালের আগে ভারতে জনগণনার ইতিহাস

হরপ্পা এবং মহেঞ্জোদারোতে খননকার্য থেকে জানা গেছে, খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় বা চতুর্থ সহস্রাব্দে এবং সম্ভবত তারও অনেক আগে ভারতে এক অত্যন্ত উন্নত সভ্যতা ছিল। এই সভ্যতায় বড় বড় জনবহুল শহর, সুন্দর বিল্ডিং, মন্দির, ইটের তৈরি বাড়িঘর এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা ছিল, যেগুলি মেসোপটেমিয়া এবং মিশরের যুগের সঙ্গে তুলনীয়। প্রাচীন সাহিত্য বিশেষত ঋক বেদে এটি স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, ছোট ছোট গ্রামগুলিতে মানুষ ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসবাস করতেন। ৩২৭-৩২৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দে আলেকজান্ডারের সৈন্যদের ভারত আগ্রমণের সময় ঘন জনসংখ্যার অস্তিত্বের প্রমাণ মিলেছে।

# প্রথমবার স্ব-শুমারি
## ১৬টি ভাষায় অনলাইন ব্যবস্থা

*সামগ্রিকভাবে এটি দেশের ১৬তম জনগণনা এবং স্বাধীনতার পর থেকে অষ্টম জনগণনা। ঐতিহাসিকভাবে ১০ বছর অন্তর জনগণনা করা হলেও, এবার তা করা হচ্ছে ১৬ বছর পর। এই বিলম্বের চেয়ে আরও তাৎপর্যপূর্ণ হল, ১৬ বারের গণনা ছাড়াও ইতিহাসে এই প্রথম ডিজিটাল জনগণনা এবং নাগরিকদের জন্য 'স্ব-শুমারি'র ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। জনগণনা (সংশোধন) বিধি ২০২২-এর ৬ডি ধারা অনুযায়ী, ১৬টি আঞ্চলিক ভাষায় ওয়েব-ভিত্তিক স্ব-শুমারির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।*

- se.census.gov.in হল একটি নির্দিষ্ট ওয়েব পোর্টাল, যেটি ডেস্কটপ, ল্যাপটপ বা মোবাইলের মাধ্যমে সহজেই ব্যবহার করা যায়। দেশের যে কোনও জায়গা থেকে এমনকি প্রত্যন্ত এলাকা থেকেও অনলাইনে স্ব-শুমারি করা যেতে পারে।
- সংশ্লিষ্ট রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে বাড়ির তালিকা কাজ শুরুর ১৫ দিন আগে সাধারণ নাগরিকদের জন্য এই ব্যবস্থা চালু থাকবে, যাতে তাঁরা আগে থেকে তাঁদের পরিবার সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য নথিভুক্ত করতে পারেন।
- গণনাকারীরা তাঁদের জন্য নির্ধারিত এইচএলবি-র আওতায় প্রতিটি বাড়ি পরিদর্শন করবেন, সেখানে স্ব-শুমারি একটি অতিরিক্ত, বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে কাজ করবে।

## এখানে স্ব-শুমারির সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া দেওয়া হল

*স্ব-শুমারির ভিডিও নির্দেশিকার জন্য কিউআর কোড স্ক্যান করুন*

**বিভাগ ০১**

**পোর্টাল লগইন ও প্রাথমিক নথিভুক্তি**

### ১ পোর্টালে প্রবেশ এবং লগ-ইন

স্ব-শুমারিতে অংশ নিতে প্রথম se.census.gov.in পোর্টালে যান। আপনার রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল বাছাই করুন এবং CAPTCHA কোডে প্রবেশ করুন।

### ২ বাড়ি বাড়ি নিবন্ধন

প্রথমে বাড়ির কর্তার নাম, তাঁর মোবাইল নম্বর এবং ইমেল আইডি (অতিরিক্ত) দেখুন।

- বাড়ির প্রধান কর্তার নাম পরিবর্তন করা যাবে না।
- প্রতি পরিবার একটিমাত্র মোবাইল নম্বর ব্যবহার করতে হবে। একবার ফোন নম্বরটি নথিভুক্ত হলে অন্য কোনও পরিবার সেই নম্বর ব্যবহার করতে পারবে না।

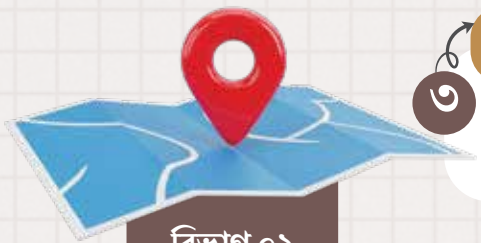

**বিভাগ ০২**

**যাচাই ও স্থান চিহ্নিতকরণ**

### ৩ ভাষা নির্বাচন ও ওটিপি যাচাই

আপনার পছন্দের ভাষা বেছেনিন এবং আপনার নথিভুক্ত মোবাইল ফোনের ওটিপি যাচাই করুন।

### ৪ স্থান সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য

আপনার জেলা বাছাই করুন, পিনকোডের মাধ্যমে প্রবেশ করুন এবং আপনার গ্রাম, শহর বা স্থানীয় এলাকা সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য পেশ করুন।

### ৫ ম্যাপে আপনার বাসস্থানের অবস্থান চিহ্নিত করুন

মানচিত্রে লাল চিহ্নের সাহায্যে আপনার অবস্থান ঠিক করুন, এটি আপনার আবাসিক ভবন এবং স্থান চিহ্নিত করে

স্ব-শুমারির জন্য
কিউআর কোড স্ক্যান করুন

## বিভাগ ০৩

### ডেটা এন্ট্রি এবং চূড়ান্ত সুনিশ্চিতকরণ

**প্রশ্নাবলী সম্পূর্ণ করুন**

৬ বাড়ির তালিকা এবং বাড়ির জনগণনা সংক্রান্ত প্রশ্নাবলী পূরণ করুন। প্রশ্নগুলি বুঝতে টুলটিপস, প্রায়ই জিজ্ঞাস্য প্রশ্নসমূহ (এফএকিউ) এবং আবশ্যিক তথ্য পাওয়া যাবে।

**প্রাক মূল্যায়ন এবং পর্যালোচনা**

৭ প্রিভিউ স্ক্রিন ব্যবহারের মাধ্যমে আপনি যেসব তথ্য প্রদান করেছেন, সেগুলি যাচাই করুন। আপনার কাছে নিম্নলিখিত বিকল্প ব্যবস্থাগুলি রয়েছে : আপনার তথ্য সংশোধন করার জন্য আগের এন্ট্রিতে ফিরে যান, পরে পেশের জন্য তথ্যসমূহ ড্রাফ্ট হিসেবে সংরক্ষিত করুন অথবা সুনিশ্চিত হওয়ার পর পেশ করুন।

**চূড়ান্ত পেশ**

৮ আপনার তথ্য চূড়ান্তভাবে পেশ করার জন্য "কনফার্ম অ্যান্ড সাবমিট"-এ ক্লিক করুন; মনে রাখবেন চূড়ান্ত পেশের পর কোনওরকম সংশোধন করা যাবে না।

**স্ব-শুমারি আইডি(এসই আইডি) তৈরি**

ফর্মটি সফলভাবে পেশ করার পর ১১ সংখ্যার একটি অনন্য সেলফ-এনুমারেশন আইডি (এসই আইডি) তৈরি হবে, যার শুরুতে থাকেবে 'এইচ' অক্ষরটি। এসএমএস এবং ইমেলের মাধ্যমে আপনার কাছে আইডি পাঠানো হবে।

## বিভাগ ০৪

### সরেজমিনে যাচাই

**গণনাকারীর পরিদর্শন**

৯ গণনাকারী যখন আপনার বাড়ি পরিদর্শন করবেন, তাঁর সঙ্গে আপনার এসই আইডি যাচাইয়ের জন্য ভাগ করে নিন।

**এসসি আইডি ম্যাচিং রেজাল্ট**

যদি আপনার বর্তমান রেকর্ডগুলির সঙ্গে এসই আইডি মিলে যায়, তবে আপনার তথ্য যাচাই করে গ্রহণ করা হবে। যদি এসই আইডি না মেলে, তবে গণনাকারী আপনার কাছ থেকে প্রয়োজনীয় বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করবেন এবং নতুনভাবে তথ্য পূরণ করবেন।

**"এই জাতিগণনা সমাজের আর্থিক ও সামাজিকভাবে পিছিয়ে থাকা সমস্ত শ্রেণীর ক্ষমতায়ন করবে, অন্তর্ভুক্তি ত্বরান্বিত করবে এবং অনগ্রসরদের অগ্রগতির নতুন পথ তৈরি করবে। ২০২৬-এর জনগণনায় জাতি শুমারি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।**

*অমিত শাহ, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী*

নথিপত্র অনুযায়ী, চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে (৩২১-২৯৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) ৭০০,০০০ সেনাকর্মীর অস্তিত্ব ছিল। এই বাহিনী পর্যাপ্ত সংখ্যক মানুষকে রক্ষার জন্য তৈরি করা হয়েছিল। উল্লিখিত তথ্যের ভিত্তিতে এটি বলা যেতে পারে যে, সাধারণ যুগের আগেও ভারতের জনসংখ্যা উল্লেখযোগ্য ছিল। এছাড়া অত্যন্ত প্রাচীন কাল থেকেই জনসংখ্যা সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে কৌটিল্য তাঁর বিখ্যাত "অর্থশাস্ত্র" লিখেছিলেন। এটি হল, মৌর্য যুগে রাজনৈতিক প্রশাসনের একটি অত্যন্ত অসাধারণ কাজ। এতে রাষ্ট্রের মৌলিক নীতির ভিত্তি হিসেবে কর সংগ্রহের জন্য জনসংখ্যা সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা হত। এই গ্রন্থটিতে জনসংখ্যা গণনার ক্ষেত্রে কী কী পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে, তার বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে, সেইসঙ্গে রয়েছে অর্থনৈতিক এবং কৃষি সংক্রান্ত গণনা।

প্রাচীনকালে দক্ষ প্রশাসন পরিচালনায় জনসংখ্যা গণনার যে গুরুত্ব স্বীকৃতি পেয়েছিল, মধ্যযুগে তা ব্যাপকভাবে উপেক্ষিত হয়। সেই সময়ে দেশের ইতিহাসে রাজনৈতিক অস্থিরতার সৃষ্টি হয়। তবে আধুনিক সরকারি ব্যবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জনগণনায় সঠিক তথ্যের প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে অনুভূত হয়।

## বিশ্বের সর্ববৃহৎ জনগণনা: ২০২৭

# বিকশিত ভারতের জন্য প্রস্তুতি

**জনগণনার খরচ**

কেন্দ্রীয় তালিকা (এন্ট্রি ২৪৬) এবং জনগণনা আইন ১৯৪৮-এর আওতায় জনগণনার কাজ করা হয়ে থাকে।

**১১,৭১৮.২৪ কোটি**

টাকা ভারত সরকার ২০২৭-এর জনগণনার জন্য অনুমোদন করেছে।

এই বরাদ্দের মধ্যে গণনাকারীদের সাম্মানিক অর্থ, প্রশিক্ষণ, আইটি পরিকাঠামো, লজিস্টিক্স এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য খরচ রয়েছে। যেহেতু জনগণনা কেন্দ্রীয় তালিকার আওতায় পড়ে, তাই এই অর্থ কেন্দ্রীয় সরকার ব্যয় করে থাকে ; এই প্রক্রিয়ায় রাজ্য সরকারগুলির জনগণনা সংক্রান্ত কাঠামো সহায়তা করে থাকে।

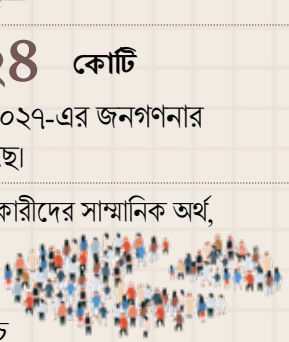

### প্রশাসনিক ইউনিটগুলির সুসংবদ্ধকরণ

- জনগণনার কাজে একটি সুস্থিতিশীল কাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রশাসনিক ইউনিটগুলিকে ১ জানুয়ারি ২০২৬ থেকে ৩১ মার্চ ২০২৭ পর্যন্ত সুসংবদ্ধ করা হয়েছে।
- নভেম্বর ২০২৫-এর গোড়ার দিকে প্রথম পর্যায়ের কাজের প্রাক পরীক্ষাগুলি সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে।

প্রস্তুতির ক্ষেত্রে তৎপরতা

**জানুয়ারি ২০২৬**

রাজ্য সরকারগুলির মুখ্যসচিব, রাজ্যের নোডাল আধিকারিক এবং জনগণনা পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত অধিকর্তাদের একটি সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

- প্রথম পর্যায়ের জন্য ১৯টি ভাষায় একটি সর্বাত্মক নির্দেশিকা তৈরি করা হয়।
- অভিন্নতা সুনিশ্চিত করতে এবং কাজ মসৃণভাবে করার লক্ষ্যে জাতীয় স্তরে সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া নীতি নির্দেশিকা সংক্রান্ত সার্কুলার জারি করা হয়।
- জনগণনা সংক্রান্ত কাজকর্ম সঠিক সময়ে সম্পন্ন করতে সমগ্র কর্মসূচির জন্য একটি বিস্তারিত সূচি তৈরি করা হয় এবং বর্তমানে তা কঠোর নজরদারির মধ্যে রয়েছে।

*জনগণনা আইন ১৯৪৮-এর আওতায় সংগৃহীত সমস্ত তথ্য কঠোরভাবে গোপন রাখা হবে এবং পরিসংখ্যানগত কাজে ও উন্নয়ন পরিকল্পনায় শুধুমাত্র ব্যবহার করা হয়ে থাকে। বাড়ির তালিকা তৈরির কাজের সময় গণনাকারীদের সম্পূর্ণ সহযোগিতা এবং এই গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের জন্য সমস্ত নাগরিকদের কাছে অনুরোধ করা হচ্ছে।*

গোটা ভারতে অভিন্নতা বজায় রেখে প্রথম সর্বাত্মক জনগণনা হয়েছিল ১৮৮১ সালে। তার পর থেকে প্রতি ১০ বছর অন্তর এই জনগণনা হয়ে আসছে। ১৯০১-এর জনগণনায় জাতি এবং পেশা সংক্রান্ত বিস্তারিত মূল্যায়ন ও শ্রেণিবিন্যাস যুক্ত করা হয়। স্বাধীনতার পর ১৯৫১ সালে দেশে প্রথম জনগণনা হয়। এই জনগণনার ধরন পূর্ববর্তী জনগণনার তুলনায় পুরোপুরি ভিন্ন ছিল। এতে ভারতের জনসংখ্যার পূর্ববর্তী আকার এবং কাঠামোর পরিবর্তনগুলি ব্যাখ্যা করা হয়, সেইসঙ্গে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান তুলে ধরা হয়।

প্রায় **৬.৪০** গ্রামে জনগণনা করা হবে

**২০২৭-এ জনগণনা**

**৩৬** রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল

**৭,০৯২** উপ-জেলা

**৫,১২৮** বিধিবদ্ধ শহর

**৪,৫৮০** শহরে জনগণনা

জনগণনা ২০২৭ সম্পন্ন হবে প্রায় **৬,৩৯,৯০২** গ্রামে

**প্রশিক্ষণ ৮০ হাজার ব্যাচে**

*বিশ্বের বৃহত্তম ডিজিটাল জনগণনার কাজে গণনাকারী এবং সুপারভাইজার সহ সমস্ত ফিল্ডকর্মীকে সর্বাত্মক প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।*

**১০০** জাতীয় প্রশিক্ষককে বিশেষজ্ঞরা প্রশিক্ষণ দিয়েছেন

এই জাতীয় প্রশিক্ষকরা প্রশিক্ষণ দিয়েছেন প্রায় **২,০০০** মাস্টার ট্রেনারকে

এই মাস্টার ট্রেনাররা প্রশিক্ষণ দেবেন প্রায় **৪৫,০০০** ফিল্ড প্রশিক্ষককে

**এই ফিল্ড প্রশিক্ষকরা বর্তমানে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন**

ত্রৈমাসিক **৮০,০০০** ব্যাচকে

ত্রৈমাসিক **৩১** লক্ষ গণনাকারী ও সুপারভাইজারকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে

A ক

তৃণমূলস্তরে কর্মরত গণনাকারী এবং সুপারভাইজাররা যাতে উচ্চমানের তথ্য সঠিক সময়ে সংগ্রহ করতে পারেন, সেই লক্ষ্যে আঞ্চলিক ভাষাগুলিতে সমস্ত প্রশিক্ষণ সামগ্রী তৈরি করা হয়েছে।

রিপোর্টের ফলাফলে দেশে জন্মহার হ্রাসের কারণ নিয়েও একটি ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। ফিল্ড-ভিত্তিক পর্যালোচনার মাধ্যমে ভারতীয় জনগণনার ইতিহাসে প্রথমবার ১৯৫১ সালের জনগণনাতেও জনসংখ্যা নির্ভুলভাবে গণনার চেষ্টা চালানো হয়েছিল। ১৯৭১ থেকে ১০ বছর অন্তর চার বার জনগণনা শেষ হয়েছে, শেষবার হয়েছিল ২০১১ সালে। ২০১১ সালের পর বর্তমানে জনগণনা চালানো হচ্ছে। ২০২১-এর মধ্যে দেশে পরবর্তী জনগণনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। ১৮৭২ সাল থেকে এক দশক অন্তর জনগণনার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে ভারতের ১৬তম জনগণনায় গণনাকারী এবং সুপারভাইজাররা উৎসাহের সঙ্গে প্রশিক্ষণে যোগ দেন। কিন্তু জনগণনার কাজ শুরু হওয়ার এক সপ্তাহ আগে ভয়াবহ কোভিড-১৯ অতিমারীর কারণে ভারত সরকার দেশজুড়ে লকডাউন ঘোষণা করতে বাধ্য হয়। এর ফলে ২০২১-এর জনগণনা অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করে দিতে হয়। ২০২৭-এর জনগণনার মাধ্যমে ভারত এখন 'উন্নত ভারত'-এর অঙ্গীকারের বাস্তবায়নের পথে এগোচ্ছে।

## ডিজিটাল জনগণনা : প্রযুক্তিগত বিপ্লবের প্রতীক

উপনিষদ বলে, "তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতং গময়' "আমাদের অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে যাও, আমাদের

মৃত্যু ও প্রতিকূলতা থেকে অমরত্বের পথে নিয়ে যাও।" জ্ঞান ছাড়া অমৃতকালের পথ আলোকিত হতে পারে না। তাই অমৃতকালের এই পর্বকে জ্ঞান, গবেষণা এবং উদ্ভাবনের প্রতি উৎসর্গ করা হয়েছে। আমাদের লক্ষ্য হল, এমন এক ভারত তৈরি করা, যার শিকড় প্রাচীন ঐতিহ্য ও পরম্পরার মধ্যে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত থাকবে। আমাদের অবশ্যই আমাদের সংস্কৃতি, সভ্যতা এবং মূল্যবোধকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। একইসঙ্গে আমাদের আধ্যাত্মিকতা ও বৈচিত্র্যকে সংরক্ষিত এবং সমৃদ্ধ করতে হবে। পাশাপাশি প্রযুক্তি, পরিকাঠামো, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য পরিচর্যার ক্ষেত্রে আমাদের ব্যবস্থাকে অবশ্যই আমরা ক্রমাগত আধুনিক করে তুলব। বিগত ১২ বছর ধরে এই দৃষ্টিভঙ্গির ওপর ভর করে কেন্দ্রীয় সরকার জনগণনা ২০২৭কে পুরোপুরি ডিজিটাল জনগণনার উদ্যোগ নিয়ে বৈপ্লবিক পদক্ষেপ নিয়েছে। এর প্রাথমিক লক্ষ্য হল, এবং নির্দিষ্ট কাজের মাধ্যমে নিঁখুত পরিকল্পনা ত্বরান্বিত করা। নানা দিক থেকে জনগণনা ২০২৭ এক ঐতিহাসিক মাইলফলক হিসেবে প্রশংসিত হচ্ছে। এতে প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন, ডিজিটাল তথ্য সংগ্রহ এবং নিখুঁত ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, যাতে তথ্য সংগ্রহের কাজ দ্রুত, স্বচ্ছ এবং ত্রুটিমুক্ত হয়। মোবাইলকে কাজে লাগানো, অনলাইন ফর্ম এবং সঠিক সময়ে তথ্য প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে এই উদ্যোগকে একটি আধুনিক চেহারা দেওয়া হয়েছে। এই জনগণনা আজ শুধুমাত্র কাগজপত্রের রেকর্ড হয়ে থাকবে না; পরিবর্তে প্রতিটি তথ্য সুরক্ষিত থাকবে এবং ডিজিটাল মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবহারযোগ্য। এটি শুধুমাত্র সময়ের উল্লেখযোগ্য সাশ্রয় করবে না, সেইসঙ্গে ব্যাপক স্বচ্ছতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা সুনিশ্চিত করবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার "তথ্য-চালিত প্রশাসন"-এর এক মডেল গড়ে তোলার দিকে এগোচ্ছে। "সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস এবং সবকা প্রয়াস" এবং "ন্যূনতম সরকার, সর্বোচ্চ প্রশাসন"-এর চেতনাকে বাস্তবায়িত করতে নিখুঁত এবং সঠিক তথ্য অবশ্যম্ভাবী। এগুলি আর শুধুমাত্র শ্লোগান নয়, নীতি নির্ধারণের ভিত্তি হয়ে উঠেছে।

## অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন সুনিশ্চিত করতে
# জাতিগত গণনা

*সামাজিক ন্যায়ের বাস্তবায়ন এবং তৃণমূল স্তরে প্রকল্প রূপায়ণের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল জাতিগত গণনা। এটি শুধুমাত্র প্রকৃত আর্থ-সামাজিক অবস্থা বুঝতেই সহায়তা করবে না, সেইসঙ্গে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নও সুনিশ্চিত করবে। এছাড়া সমান সুযোগ-সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে।*

### ৩০ এপ্রিল, ২০২৫

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সভাপতিত্বে রাজনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত ক্যাবিনেট কমিটি (সিসিপিএ) বৈঠকে জনগণনায় জাতি ভিত্তিক গণনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

### ১৬ জুন, ২০২৫

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক সরকারিভাবে ২০২৭-এর জনগণনার বিজ্ঞপ্তি জারি করে।

- স্বাধীনতার পর এই প্রথম সমস্ত সম্প্রদায়ের জাতভিত্তিক গণনা করা হবে।
- সামাজিক সম্প্রীতির রক্ষাকবচ হিসেবে পৃথক সমীক্ষার বদলে জনগণনার সঙ্গে জাতিভিত্তিক গণনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
- প্রতিটি পরিবারের সদস্যের জাতি সংক্রান্ত তথ্য শেষবার সংগৃহীত ও প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৩১ সালে।

**২০১১-এর আর্থ-সামাজিক ও জাতিগণনা (এসইসিসি)-র সূত্র ধরে জাতি সংক্রান্ত পরিসংখ্যান ছাড়া সমস্ত তথ্য প্রকাশিত হয়েছিল।**

**“**

**জনগণনা দুটি ভাবে করা হয়- প্রথমে বাড়ি গণনা এবং তারপর ব্যক্তি গণনা। বর্তমানে প্রথম পর্যায়ের কাজ চলছে, এতে বাড়ির পরিসংখ্যান নেওয়া হচ্ছে। যেহেতু বাড়ির কোনও জাত নেই, তাই এই পর্যায়ে ফর্মে জাতিগত বিষয় রাখা হয়নি। পরবর্তী পর্যায়ে যখন ব্যক্তি গণনা করা হবে, তখন জাতিগত গণনা সংক্রান্ত বিষয়টি উঠবে।**

*অমিত শাহ, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী*

এই লক্ষ্যে জনগণনা ২০২৭-এ এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, যাতে কোন কোন ক্ষেত্রে অগ্রগতি হয়েছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে এখনও নজর দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে, তা চিহ্নিত করে যায়। ২০১১ সালের জনগণনার পর জনগণনা ২০২৭-এর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যা এক নতুন যুগের সূর্যোদয় হয়ে রয়েছে। এটি শুধুমাত্র সাময়িক ব্যবধানের মধ্যে সেতু তৈরি করছে না, সেইসঙ্গে এটি নতুন ভারতের এক ঝলকও তুলে ধরেছে - এমন এক ভারত যা স্বনির্ভর, সশক্ত এবং ডিজিটাল যুগে নেতা হওয়ার পথে এগোচ্ছে। তথ্য শুধুমাত্র আর পরিসংখ্যানের মধ্যে আবদ্ধ নেই, এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে নীতি, যা উন্নয়নের অভিমুখ স্থির করে। একইসঙ্গে ডিজিটাল বিপ্লব এবং জনগণনার পরিবর্তিত ধরনের মধ্যে

দিয়ে "ডিজিটাল ইন্ডিয়া"র যুগের জনগণনা-২০২৭ প্রযুক্তিগত বিপ্লবের প্রতীক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এবারের জনগণনার কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন হাতিয়ার শক্তিশালী এনক্রিপশন এবং বহুস্তরীয় যাচাই পদ্ধতির মাধ্যমে সমৃদ্ধ, যা উচ্চস্তরীয় তথ্য সুরক্ষা সুনিশ্চিত করে। সঠিক সময়ে গোটা জনগণনা প্রক্রিয়ার ব্যবস্থাপনা ও নজরদারির লক্ষ্যে সেন্সাস ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড মনিটরিং সিস্টেম (সিএমএমএস) নামে একটি সুনির্দিষ্ট পোর্টাল তৈরি করা হয়েছে। তথ্য সুরক্ষাকেও সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

## সামাজিক সম্প্রীতি : এই প্রথম জাতি গণনা

স্বাধীন ভারতে এই প্রথম ২০২৭-এর জনগণনায় সমস্ত সম্প্রদায়ের জাতি গণনাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত সবকটি জনগণনায় জাতিগত বিষয়টিকে বাদ রাখা হয়েছিল। কিছু কিছু রাজ্য পৃথকভাবে জাতিগত সমীক্ষা চালিয়েছে। সেগুলির স্বচ্ছতা ও উদ্দেশ্য নিয়ে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন উঠেছে, তাই সামাজিক সম্প্রীতি রক্ষায় পৃথক সমীক্ষার পরিবর্তে মূল জনগণনায় জাতিগত গণনাকে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। জনগণনার পাশাপাশি সমস্ত সম্প্রদায়ের জাতি গণনাও করা হবে। এই লক্ষ্যে ৩০ এপ্রিল ২০২৫-এ রাজনৈতিক বিষয়ক ক্যাবিনেট কমিটির বৈঠকে ২০২৭-এর জনগণনায় জাতি গণনার বিষয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। দেশের প্রভূত সামাজিক এবং জনসংখ্যাগত বৈচিত্র্যের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের চ্যালেঞ্জের কথা মাথায় রেখে ২০২৭-এর জনগণনার দ্বিতীয় পর্বে ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে জাতি-সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা হবে, যা জনসংখ্যা গণনা (পিই) নামে পরিচিত। দ্বিতীয় পর্বের জনগণনার সময় জাতি গণনার কাজ করা হবে। দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রশ্নাবলী যখন প্রকাশ করা হবে, তখন এতে জাতি সংক্রান্ত প্রশ্নগুলিও অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

## উন্নত ভারতের যাত্রাপথের ভিত্তি

জনগণনা ২০২৭-এর ম্যাসকট বা প্রতীক হল - "প্রগতি" (একজন মহিলাগণনাকারী) এবং "বিকাশ" (একজন পুরুষ) - যা সহজেই বোধগম্য।

## জনগণনা ২০২৭-এ সুসংহতকরণ: সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস, সবকা প্রয়াস-এর চেতনা...

**সবকা সাথ**

জনগণনা কেন্দ্রীয় তালিকার আওতাভুক্ত, যেখানে গোটা প্রশাসনিক ব্যবস্থায় রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি মিলিতভাবে কাজ করে। গোটা প্রক্রিয়ায় পুরোপুরি তথ্য সুরক্ষা সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে সবকা সাথের চেতনা নিয়ে 'টিম ইন্ডিয়া' কাজ করে থাকে।

**সবকা বিকাশ**

এবারের জনগণনায় তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে জাতিভিত্তিক গণনাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই উদ্যোগের লক্ষ্য হল, সমাজের অনগ্রসর বা প্রান্তিক শ্রেণীর মানুষের বিভিন্ন পরিসংখ্যান প্রকাশ্যে নিয়ে আসা এবং সেই সুবাদে সকলের জন্য উন্নয়নমূলক প্রকল্পের প্রণয়ন ও রূপায়ণের পথ সুগম করা।

**সবকা বিশ্বাস**

জনগণনার কাঠামোয় তথ্য সুরক্ষার বিষয়টিকে এমনভাবে সুনিশ্চিত করা হয়েছে, যাতে সাধারণ নাগরিকদের আস্থা অটুট থাকে। এই অভিযানে সাধারণ মানুষ যেসব তথ্য প্রদান করবেন, তা বিশ্বাসের সঙ্গে গৃহীত হবে এবং পুরোপুরি সত্য হিসেবে গণ্য করা হবে। এটি সবকা বিশ্বাসের চেতনাকে মূর্ত করে তোলে এবং উর্ধ্বে তুলে ধরে। এছাড়া এবারের জনগণনায় ডিজিটাল ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে, সংগৃহীত তথ্য অত্যন্ত সঠিক থাকবে এবং অনেক বেশি দ্রুততার সঙ্গে পাওয়া যাবে।

**সবকা প্রয়াস**

জনগণনা এখন দেশজুড়ে আন্দোলনের চেহারা নিচ্ছে। দেশের নাগরিকরা প্রথমবারের জন্য 'স্ব-শুমারি'র সুবিধা পাচ্ছেন। একইসঙ্গে ব্যাপক সচেতনতা কর্মসূচিও চালানো হচ্ছে। এই সম্মিলিত প্রয়াস, সবকা প্রয়াসের এই চেতনা বিকশিত ভারতের ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে।

## শঙ্কিত হবেন না
## প্রকৃত তথ্য জানুন

**আসুন আমাদের দায়িত্ব পালন করি;**
**আসুন আমরা জনগণনায় অংশ নিই**

**গুজব** গণনাকারীরা ওটিপি এবং ব্যাঙ্কের বিস্তারিত তথ্য জানতে চাইবেন।

**প্রকৃত তথ্য**
কোনও জনগণনাকর্মীর কাছেই আপনার ওটিপি প্রদান বা কোনও নথি পেশ করতে হবে না।

**গুজব** আপনার তথ্য কর বা তদন্তের কাজে ব্যবহার করা হবে।

**প্রকৃত তথ্য**
আপনার তথ্য গোপন থাকবে। এটি শুধুমাত্র পরিকল্পনা, নীতি নির্ধারণ প্রভৃতি কাজে ব্যবহৃত হবে।

**গুজব** জনগণনা আপনার সরকারি সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

**প্রকৃত তথ্য**
আপনার সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে এর কোনও প্রভাব পড়বে না।

**গুজব** জনগণনার জন্য আপনাকে ফি দিতে হতে পারে।

**প্রকৃত তথ্য**
জনগণনা পুরোপুরি খরচ-মুক্ত। এইচএলও (বাড়ির তালিকাভুক্তির কাজ) বা স্ব-শুমারির ক্ষেত্রে কোনও ফি নেওয়া হবে না।

**গুজব** যে কেউ গণনাকারী হিসেবে পরিচয় দিতে পারেন।

**প্রকৃত তথ্য**
আপনি সর্বদা তাঁদের সরকারি পরিচয়পত্র সহ পরিচয় যাচাই করতে পারেন, যাচাইয়ের জন্য পরিচয়পত্রে একটি কিউআর কোড রয়েছে।

**জনগণনার সময় প্রদান করা ব্যক্তিগত তথ্য গোপন থাকবে। আরটিআই আইনের আওতায় এই তথ্য ফাঁস করা যাবে না কিংবা আদালতে প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না। এছাড়া ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে এই ব্যক্তিগত তথ্য ব্যবহারের অনুমতি কাউকেই দেওয়া হয়নি। এটি পুরোপুরি পরিসংখ্যান সংকলিত করার জন্য ব্যবহৃত হবে।**

*মৃত্যুঞ্জয় কুমার নারাইন*
*(ভারতের রেজিস্ট্রার জেনারেল ও জনগণনা কমিশনার)*

*জনগণনা ২০২৭-এর সাংবাদিক বৈঠক দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন*

২০৪৭-এর মধ্যে ভারতকে উন্নত দেশে পরিণত করার অঙ্গীকার পূরণের ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারীর সমান অংশগ্রহণের প্রতীক হয়ে উঠেছে "প্রগতি" এবং "বিকাশ"। ২০৪৭-এর মধ্যে ভারতকে উন্নত দেশে পরিণত করার লক্ষ্যের সঙ্গে স্বাধীনতার ১০০ বছর পূর্তির সমাপতন ঘটেছে। অমৃত মহোৎসব বর্ষে শুরু হওয়া এই যাত্রার গোটা পর্বকে অমৃতকাল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাই জনগণনা ২০২৭ শুধুমাত্র নাগরিকদের গণনার একটি প্রক্রিয়া নয়; বরং এটি বিকশিত ভারতের যাত্রাপথে একটি শক্তিশালী ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে। এই লক্ষ্যের বাস্তবায়নে সঠিক তথ্য এবং জোরদার নীতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি শুধুমাত্র পরিকল্পনা রূপায়ণ এবং নীতি প্রণয়নের পথ সুগম করবে না, সেইসঙ্গে সম্পদের সমবন্টন, পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং আর্থ-সামাজিক সাম্যের মতো বিষয়গুলির ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

**সামাজিক ন্যায়ের লক্ষ্যে অঙ্গীকারবদ্ধ মোদী সরকার একটি ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ৩০ এপ্রিল ২০২৫-এ সিসিপিএ-র বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে আসন্ন জনগণনায় জাতি গণনা অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত সামাজিক সমতা ও সমাজের প্রতিটি অংশের অধিকারের লক্ষ্যে অঙ্গীকারের এক কঠোর বার্তা দিয়েছে।**

*অমিত শাহ, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী*

'বিকশিত ভারত'-এর লক্ষ্যের বাস্তবায়নে প্রযুক্তির এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে ডিজিটাল জনগণনার সময় সংগৃহীত তথ্য দ্রুততার সঙ্গে এবং আরও সঠিকভাবে করা যাবে। এটি কেন্দ্রীয় সরকারকে পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা করবে। তাই এটি স্পষ্ট যে, জনগণনা ২০২৭ বিকশিত ভারতের স্বপ্নপূরণে এক ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে। নাগরিকদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে এটি কৌশলগত পদক্ষেপ হিসেবে প্রমাণিত হবে।

নিঃসন্দেহে জনগণনা প্রশাসনের এক গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার এবং আগামী দশকে ভারতের অগ্রগতির নীল-নকশার ভিত্তি প্রদান করবে। জনগণনা ২০২৭ শুধুমাত্র কতগুলি পরিসংখ্যানের একত্রীকরণ নয়, এটি হল দেশ নির্মাণ প্রক্রিয়ার এক গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। এটি সরকার এবং সমাজের মধ্যে সেতু হিসেবে কাজ করে। একইভাবে, জনগণনা ২০২৭-কে শুধুমাত্র একটি প্রশাসনিক প্রক্রিয়া হিসেবে চিহ্নিত করা যাবে না। বরং এটি হল একটি গণ আন্দোলন - একটি অভিযান, যেটিতে প্রতিটি নাগরিকের অংশগ্রহণ অপরিহার্য। তাই নাগরিকদের কর্তব্য হল, সঠিক তথ্যপ্রদান এবং সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে এই জাতীয় উদ্যোগে তাঁদের ভূমিকা ভাগ করে নেওয়া, যেখানে সশক্ত, সমৃদ্ধ এবং স্বনির্ভর ভারত নির্মাণে মানুষের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করবে। ●

# গঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ে

## নতুন স্বপ্ন ও সম্ভাবনার প্রবেশদ্বার

***২৮ ও ২৯ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উত্তরপ্রদেশ সফর সাংস্কৃতিক, আধ্যাত্মিক এবং উন্নয়নমূলক অঙ্গীকারের এক উজ্জ্বল প্রতীক হয়ে উঠেছে। বিশ্বের প্রাচীনতম প্রাণবন্ত শহরগুলির মধ্যে অন্যতম বারাণসী এখন আধুনিক উন্নয়ন এবং ঐতিহ্যের এক অনন্য মিলনস্থলের দিকে এগিয়ে চলেছে। "বিকাশ ও ঐতিহ্য"-এর এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদী শ্রী কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরে প্রার্থনা ও দর্শন করেন এবং একইসঙ্গে গঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ে সহ হাজার হাজার কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ও উৎসর্গ করেন।***

একসময় উত্তরপ্রদেশকে একটা 'পশ্চাৎপদ রাজ্য' হিসেবে গণ্য করা হতো; অথচ, সেই একই উত্তরপ্রদেশ আজ ১ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতি হওয়ার লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে চলেছে। এটা একটা বিশাল লক্ষ্য, কিন্তু এটা অর্জন করার সহজাত ক্ষমতা উত্তরপ্রদেশের রয়েছে। এখানে পরিকাঠামো উন্নয়ন থেকে শুরু করে উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন পর্যন্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রের উল্লেখ্য অগ্রগতি হচ্ছে। বড় বড় কর্পোরেশনগুলি রাজ্যে বিনিয়োগ করতে আসছে, যা অগ্রগতির গতিকে দ্রুত করবে এবং তরুণদের জন্য নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করবে। আধুনিক অগ্রগতির এই যুগে, গঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ে উত্তরপ্রদেশের উন্নয়নে নতুন লাইফলাইন হয়ে উঠতে চলেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, "আমি আনন্দিত যে উত্তরপ্রদেশ সরকার এই এক্সপ্রেসওয়েটির নামকরণ মা গঙ্গার নামে করেছে। এই নির্বাচনটি উন্নয়নের একটি দূরদৃষ্টি এবং ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা দুটিকেই প্রতিফলিত করে।" প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রায়শই বলেন যে তাঁর সরকার সেইসব প্রকল্পের উদ্বোধন করে, যেগুলির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। গঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ে এর একটা উদাহরণ। ২০২১ সালের ডিসেম্বরে, প্রধানমন্ত্রী মোদী শাহজাহানপুরে এই এক্সপ্রেসওয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এর পাঁচ বছরেরও কম সময়ের মধ্যে, ২০২৬ সালের ২৯ এপ্রিল, হারদোইতে এর উদ্বোধন করা হয়। গঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ের নির্মাণকাজ শেষ হলেও, এর সম্প্রসারণের কাজও শুরু হয়েছে। শীঘ্রই, গঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ে মিরাট ছাড়িয়ে হরিদ্বার পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। এর আরও ব্যবহারের জন্য, ফারুকাবাদ লিঙ্ক এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ করা হবে, যা এটাকে অন্য এক্সপ্রেসওয়ের সঙ্গে যুক্ত করবে। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন যে এই এক্সপ্রেসওয়েটি শুধুই একটা দ্রুতগতির সড়ক নয়; এটা নতুন সম্ভাবনা, নতুন স্বপ্ন এবং নতুন সুযোগের প্রবেশদ্বার।



প্রধানমন্ত্রীর অনুষ্ঠানটি দেখতে QR কোডটি স্ক্যান করুন।

**কাশীর সাংসদ হিসেবে... দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে... একটি প্রধান জাতীয় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমি আপনাদের আশীর্বাদ প্রার্থনা করছি... এবং এই প্রধান উদ্দেশ্যটি হলো – লোকসভা ও রাজ্য বিধানসভাগুলিতে মহিলাদের জন্য সংরক্ষণ বাস্তবায়ন করা।** *-নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী*

## ‘নারী শক্তি’: উন্নত ভারতের সবচেয়ে শক্তিশালী স্তম্ভ

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বারাণসীতে অনুষ্ঠিত একটি সম্মেলনে নারীদের এক বিশাল সমাবেশে ভাষণ দেন। দেশ গঠনে নারীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার ওপর জোর দিয়ে প্রধানমন্ত্রী ‘নারী শক্তি’কে ‘উন্নত ভারত’-এর সবচেয়ে শক্তিশালী স্তম্ভ হিসেবে বর্ণনা করেন। লোকসভা এবং রাজ্য বিধানসভাগুলিতে নারীদের জন্য সংরক্ষণ বাস্তবায়নের প্রধান জাতীয় লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রধানমন্ত্রী মোদী উপস্থিত সকলের আশীর্বাদ কামনা করেন এবং আশ্বাস দেন যে সংরক্ষণের এই অধিকারকে বাস্তবে পরিণত করতে তিনি কোন প্রচেষ্টাই বাকি রাখবেন না।

নারী সম্মেলনের স্থান থেকেই প্রধানমন্ত্রী মোদী প্রায় ৬,৩৫০ কোটি টাকার বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, যখন একটি পরিবারের নারী ক্ষমতায়িত হন, তখন পুরো পরিবার শক্তি লাভ করে; ফলে, সমাজ এবং দেশও শক্তিশালী হয়। প্রধানমন্ত্রী মোদী স্মরণ করেন যে ২৫ বছর আগে, যখন তিনি গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন, তখন তিনি মেয়েদের জন্য দুটি যুগান্তকারী প্রকল্প চালু করেছিলেনঃ প্রথমত, ‘শালা প্রবেশোৎসব’, যার মাধ্যমে সর্বাধিক সংখ্যক মেয়ে যাতে স্কুলে যায় এবং তাদের পড়াশোনা শেষ করে তা নিশ্চিত করা হয়; এবং দ্বিতীয়ত, ‘মুখ্যমন্ত্রী কন্যা কেলাভানি নিধি’, যার মাধ্যমে তাদের স্কুলের ফি’র জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। তিনি মন্তব্য করেন, “সেই সময় থেকে আজ পর্যন্ত, আমাদের সরকারের নীতিমালায় নারী কল্যাণকে ধারাবাহিকভাবে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।”

অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের গুরুত্বের ওপর জোর দিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন যে, নারীদের অর্থনৈতিক শক্তি যত বৃদ্ধি পায়, পরিবার ও সংসারে তাদের কণ্ঠস্বরও তত জোরালো হয়। গত ১১ বছরে প্রায় ১০ কোটি নারী স্বনির্ভর গোষ্ঠীর (SHG) সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন, যার মধ্যে কাশীর প্রায় ১ লক্ষ ২৫ হাজার বোন রয়েছেন। এই প্রচেষ্টার মাধ্যমে, এখনও পর্যন্ত ৩ কোটি বোন ‘লাখপতি দিদি’ হয়েছেন – যার মধ্যে বারাণসীর হাজার হাজার বোনও রয়েছেন।

### বেনারসের জন্য উপহার

অধিক **১,০৫০** কোটি টাকারও বেশি মূল্যের ৪৮টি প্রকল্প দেশের সেবায় নিবেদিত

- বারাণসী-আজমগড় সড়ক প্রশস্তকরণ।
- কাজ্জাকপুরা এবং কাদিপুরে রেল ওভারব্রিজ।
- ভগবানপুরে ৫৫ এমএলডি পয়ঃনিষ্কাশন শোধনাগার।

### দুটি নতুন অমৃত ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের যাত্রার সূচনা

- বেনারস-পুনে (হাদাপসার) এবং অযোধ্যা-মুম্বাই (লোকমান্য তিলক টার্মিনাস) রুটে দুটি নতুন অমৃত ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের যাত্রা শুরু হয়েছে। এর ফলে উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ এবং মহারাষ্ট্রের মধ্যে সংযোগ আরও উন্নত হবে।
- বেনারস-পুনে পরিষেবাটি কাশী বিশ্বনাথ ধামে সহজে পৌঁছানোর সুযোগ করে দেবে, অন্যদিকে অযোধ্যা-মুম্বাই পরিষেবাটি শ্রী রাম মন্দির তীর্থক্ষেত্রের সঙ্গে সংযোগ উন্নত করবে এবং প্রধান ধর্মীয় স্থানগুলির মধ্যে সম্পর্ক আরও জোরদার করবে।

**ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনঃ** বারাণসী জংশন-পন্ডিত দীন দয়াল উপাধ্যায় জংশন তৃতীয় ও চতুর্থ রেললাইন প্রকল্প। গঙ্গা নদীর ওপর একটি রেল-কাম-সড়ক সেতু নির্মাণ। এর ফলে কাশী বিশ্বনাথ ধাম, রামনগর এলাকা এবং জাতীয় মহাসড়ক-১৯-এ যাতায়াতের সুবিধা বাড়বে এবং পূর্ব উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের সঙ্গে রেল যোগাযোগ আরও শক্তিশালী হবে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শ্রী কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরে।

গঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ে শুধু উত্তরপ্রদেশের এক প্রান্তকে অন্য প্রান্তের সঙ্গে সংযুক্ত করে না বরং এটা এনসিআর-এর বিপুল সম্ভাবনাকেও আরও কাছে নিয়ে আসবে। গঙ্গা এক্সপ্রেসওয়েতে শুধু যানবাহনই চলবে না, এর তীরবর্তী অঞ্চলেও নতুন শিল্পের সুযোগ তৈরি হবে। এই লক্ষ্যে, হারদোই-এর মতো অন্যান্য জেলায় শিল্প করিডর গড়ে তোলা হচ্ছে। এর ফলে হারদোই, শাহজাহানপুর এবং উন্নাও সহ ১২টি জেলাতেই নতুন শিল্প আসবে। ওষুধ শিল্প এবং বস্ত্র শিল্পের মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে ক্লাস্টার গড়ে উঠবে।

## শিল্প উন্নয়ন

উত্তরপ্রদেশের শিল্প উন্নয়ন ভারতের কৌশলগত শক্তিতেও পরিণত হচ্ছে। দেশের দুটি প্রতিরক্ষা করিডরের মধ্যে একটি উত্তরপ্রদেশে অবস্থিত। বড় বড় প্রতিরক্ষা সংস্থাগুলি এখানে কারখানা স্থাপন করছে। বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত ব্রহ্মোসের মতো ক্ষেপণাস্ত্র উত্তরপ্রদেশে তৈরি হচ্ছে। এমএসএমইগুলি প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় ছোট ছোট যন্ত্রাংশ সরবরাহ করছে। ●

## উন্নয়নের মহাসড়ক

### গঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ে কৃষকদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করবে, কর্মসংস্থান বাড়াবে

**৩৬,২৩০** কোটি টাকার গঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ের উদ্বোধন হারদোই জেলায়

- এই ৫৯৪ কিলোমিটার দীর্ঘ, ৬-লেনের এক্সপ্রেসওয়েটি ৮ লেনে সম্প্রসারণ করা যাবে।
- এক্সপ্রেসওয়েটি ১২টি জেলার ওপর দিয়ে গেছেঃ মিরাট, বুলন্দশহর, হাপুর, আমরোহা, সম্ভল, বাদাউন, শাহজাহানপুর, হারদোই, উন্নাও, রায়বেরেলি, প্রতাপগড় এবং প্রয়াগরাজ।
- এই ১২টি জেলার মধ্যে প্রায় ২,৬৩৫ হেক্টর এলাকা জুড়ে একটি সমন্বিত উৎপাদন ও সরবরাহ করিডর গড়ে তোলা হবে।
- কৃষকরা শহুরে ও রপ্তানি বাজারে সরাসরি প্রবেশাধিকার পাবে এবং তাদের উৎপাদিত পণ্যের জন্য ভালো দাম পাবে।
- সমগ্র অঞ্চল জুড়ে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থানের সৃষ্টির মাধ্যমে নতুন অর্থনৈতিক সুযোগ তৈরি হবে।
- এক্সপ্রেসওয়েটি চালু হলে মিরাট ও প্রয়াগরাজের মধ্যে বর্তমান যাত্রার সময় ১০-১২ ঘন্টার থেকে কমে প্রায় ৬ ঘন্টা হবে।
- শাহজাহানপুর জেলায় এই এক্সপ্রেসওয়ের ওপর একটি ৩.৫ কিলোমিটার দীর্ঘ জরুরি অবতরণ সুবিধা (এয়ারস্ট্রিপ) নির্মাণ করা হয়েছে।

### ৫,৩০০ কোটি টাকার ১১২টিরও বেশি প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

- অমৃত ২.০-এর অধীনে ১৩টি পয়ঃনিষ্কাশন ও জল সরবরাহ প্রকল্প।
- শ্রী শিব প্রসাদ গুপ্তা বিভাগীয় জেলা হাসপাতালে একটি ৫০০ শয্যার মাল্টি-স্পেশালিটি হাসপাতাল।
- ভোজুবীর ও সিগরায় বাজার কমপ্লেক্স ও অফিস নির্মাণ এবং পুকুরগুলির সংস্কার।
- একটি ১৯৮ শয্যার হাসপাতালের পুনর্নির্মাণ এবং একটি ১০০ শয্যার আইসিইউ ব্লক নির্মাণ।
- অসি ঘাট, দশাশ্বমেধ ঘাট এবং নমো ঘাট সহ প্রধান ঘাটগুলিতে পর্যটন সুবিধার উন্নয়ন। পৌরসভা কার্যালয় ভবন, সরকারি শিশু আশ্রয় কেন্দ্র এবং জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ডের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন।

**সামাজিক প্রকল্পের উদ্বোধন**

- জল জীবন মিশনের অধীনে ৩০টি গ্রামীণ পানীয় জল প্রকল্প।
- চন্দ্রাবতী ঘাটের পুনর্নির্মাণ; সারনাথের নিকটবর্তী সারঙ্গনাথ মন্দিরের পর্যটন উন্নয়ন।
- সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি অফ টিবেটান স্টাডিজ-এ সোয়া রিগপা ভবন ও হাসপাতালের উদ্বোধন।

# বিশ্ব পর্যটন ও সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসেবে উত্তরপূর্বের উত্থান

***বর্তমান সময়ে, উত্তরপূর্ব 'নতুন ভারত'-এর চেতনাকে মূর্ত করে তুলেছে – এমন এক ভারত যা 'ক্ষমতায়িত, সংযুক্ত এবং ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত'। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দূরদৃষ্টিতে অনুপ্রাণিত হয়ে, এই অঞ্চলটি একটি সীমান্ত এলাকা থেকে এক প্রধান প্রবৃদ্ধির কেন্দ্রে রূপান্তরিত হয়েছে, যা আত্মবিশ্বাস এবং প্রতিযোগিতামূলক ক্ষমতা দুয়েরই প্রতীক। এটা পরিকাঠামো, বিনিয়োগ, সুশাসন এবং যুব সম্পৃক্ততার মতো প্রধান ক্ষেত্রগুলিতে অভূতপূর্ব প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। এই গতিকে কাজে লাগিয়ে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২৭ ও ২৮ এপ্রিল সিকিম সফর করেন। এই সফরে তিনি ৪,০০০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন...***

'প্রাচ্যের স্বর্গ' এবং 'অর্কিডের বাগান' নামে পরিচিত সিকিম তার অতুলনীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, শান্ত পরিবেশ এবং আধ্যাত্মিক প্রশান্তি নিয়ে সারা দেশের প্রকৃতিপ্রেমী পর্যটকদের জন্য একটি প্রধান গন্তব্যস্থল হিসেবে কাজ করে। এমন এক সময়ে যখন রাজনৈতিক স্বার্থে চালিত বিভেদ সৃষ্টিকারী শক্তিগুলি ভাষাগত উগ্র জাতীয়তাবাদ, আঞ্চলিকতাবাদ, সামাজিক স্তরবিন্যাস এবং বৈষম্যের মাধ্যমে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করছে, তখন সিকিম 'এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারত' দর্শনের এক জীবন্ত প্রতিমূর্তি হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দুই দিনের সিকিম সফর একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক, যা রাজ্যটির সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ – অর্থাৎ এর রাজ্যত্বের ৫০তম বার্ষিকীর – সঙ্গে মিলে গেছে। এই সফরটি সিকিম এবং সমগ্র উত্তরপূর্ব অঞ্চলের দ্রুত ও সুস্থায়ী উন্নয়নের প্রতি বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের অটল অঙ্গীকারকেও তুলে ধরে। যেমন প্রধানমন্ত্রী মোদী মন্তব্য করেছেন, সিকিম - এবং প্রকৃতপক্ষে সমগ্র উত্তরপূর্ব অঞ্চল – শুধু দেশের একটি ভৌগলিক অংশ নয়; এটা ভারতের 'অষ্ট লক্ষ্মী'র প্রতীক। ফলে, কেন্দ্রীয় সরকার তার অ্যাক্ট ইস্ট' নীতি বাস্তবায়নে অবিচল থাকার পাশাপাশি উত্তরপূর্বের উন্নয়নের জন্য 'দ্রুত পদক্ষেপ' নিতেও দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করেছে।

এই সংকল্পকে সামনে রেখে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সিকিম রাজ্য গঠনের ৫০তম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত সমাপনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন এবং পরিকাঠামো, যোগাযোগ, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, নগর উন্নয়ন, পরিবেশ ও পর্যটনসহ ৩০টিরও বেশি প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। যদিও সিকিম দেশের মোট ভৌগলিক এলাকার এক শতাংশেরও কম জুড়ে রয়েছে, এটা দেশের ২৫ শতাংশেরও বেশি উদ্ভিদ বৈচিত্র্যের আবাসস্থল। এই রাজ্যে প্রায় ৫০০ প্রজাতির পাখি, প্রায় ৭০০ প্রজাতির প্রজাপতি, ঘন সবুজ অরণ্য এবং মনোরম কাঞ্চনজঙ্ঘা রয়েছে। ঠিক এই কারণেই সবাই বারবার সিকিম ভ্রমণে আসতে চায়।

## সিকিমের মানুষের জীবন আরও সহজ হবে

**৩০** শয্যাবিশিষ্ট সোয়া রিগপা হাসপাতালের উদ্বোধন এনআইটি দেওরালিতে।

- ইয়াংগাং-এ সিকিম বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ক্যাম্পাসের উদ্বোধন।
- চাকুং-এ নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু ইউনিভার্সিটি অফ এক্সেলেন্স-এর প্রশাসনিক ব্লকের উদ্বোধন।
- গ্যাংটকের সোচেগাং-এ হেলেন লেপচা মেডিক্যাল কলেজের উদ্বোধন।
- গ্যালশিং-এর ডেন্টাম-এ ভোকেশনাল কলেজ।
- গ্যাথাং-এ মডেল আবাসিক বিদ্যালয়।
- মাঙ্গান জেলার মাংশিল্লায় মডেল ডিগ্রি কলেজ।

**১৬০** টি সিকিমের স্কুল উপকৃত হবে তথ্যপ্রযুক্তি-সক্ষম শিক্ষা পরিকাঠামো প্রকল্প চালু হওয়ার ফলে।

- কিচুডুমরা হয়ে বিরধাং থেকে নামচি পর্যন্ত সংযোগকারী সড়কটির প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ।
- গ্যাংটকে ট্রান্সমিশন ও ডিস্ট্রিবিউশন (T&D) নেটওয়ার্কের উন্নয়ন প্রকল্পের আধুনিকীকরণ ও সংস্কার।
- লুমসেতে জন সেবা সচিবালয় (মিনি সচিবালয়) এবং গ্যাংটকে সিভিল সার্ভিস অফিসার্স ইনস্টিটিউট।
- লিংডিং-এ পুলিশ কর্মীদের জন্য সিকিম আরবান গরিব আবাস যোজনার আবাসন এবং SAP পাংথাং –এ গ্রেড 'সি' কোয়ার্টারের উদ্বোধন।
- গ্যাংটকের জোন ৩-এ রোরো চু নদীর মাধ্যমে রাণী চু নদীর দূষণ হ্রাসকরণ প্রকল্পের উদ্বোধন।
- গ্যাংটকের রিজ প্রিসিংক্টের পুনর্গঠন প্রকল্পের উদ্বোধন। সোরেং-এর ডোডাক-এ পরিবেশবান্ধব পর্যটন ও তীর্থযাত্রার পরিকাঠামোঃ কৈলাস মানস সরোবর যাত্রা সম্পর্কিত পরিকাঠামো; এবং নামফিং-এর কৃষ্ণ প্রণামী মন্দলধামে একটি তীর্থযাত্রী অতিথিশালা (যাত্রীনিবাস)।
- IFFCO প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রের উদ্বোধন, যা কৃষি-প্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যক্রমকে উৎসাহিত করবে।
- পাকিয়ং জেলার রাংপোর মাইনিং-এ ইনডোর ক্রিকেট সুবিধা উদ্বোধন।

*প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তরুণ সিকিমিদের সঙ্গে ফুটবল খেলছেন*

## একটি শক্তিশালী ভিত্তিস্থাপন

**১০০** শয্যাবিশিষ্ট আয়ুর্বেদিক হাসপাতালের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন নামচিতে

- নামচি এবং গ্যাংটক জেলাকে সংযোগকারী সিরওয়ানি এবং লোয়ার সামডং-এ তিস্তা নদীর ওপর দুটি হিঞ্জড ডাবল-লেন স্টিল আর্চ সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন।
- সদ্ভাব মন্ডপের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন।
- নদী দূষণ হ্রাস উদ্যোগের অধীনে সিংটাম শহরে পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা পুনর্গঠন ও পুনর্বাসনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন।
- গ্যালশিং জেলার সিলননে একটি ইকো-পিলগ্রিমেজ কমপ্লেক্সের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন।

এই রাজ্যে প্রায় ৫০০ প্রজাতির পাখি, প্রায় ৭০০ প্রজাতির প্রজাপতি, ঘন সবুজ অরণ্য এবং মনোরম কাঞ্চনজঙ্ঘা রয়েছে। ঠিক এই কারণেই সবাই বারবার সিকিম ভ্রমণে আসতে চায়।

সিকিমের সবচেয়ে বড় শক্তি হল তার পর্যটন অর্থনীতি। একটা রাজ্যের উন্নত পরিকাঠামো থাকলেই পর্যটন বিকশিত হয়; ঠিক এই কারণেই এখন সিকিমের সংযোগ ও পরিকাঠামো উন্নত করার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে। গত কয়েক বছরে এই অঞ্চলে শত শত কিলোমিটার মহাসড়ক নির্মিত হয়েছে। প্রতিটি গ্রামে সড়ক নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। বাগডোগরা থেকে গ্যাংটক পর্যন্ত এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ হোক বা সেবক-রংপো রেললাইন, এই প্রকল্পগুলি সিকিমকে দেশের বাকি অংশের সঙ্গে সংযুক্ত করার এক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে কাজ করছে। রাজ্যের অভ্যন্তরেও নতুন জাতীয় মহাসড়ক নির্মাণ করা হচ্ছে। সরকারের এই উদ্যোগগুলি সিকিমে আসা পর্যটকদের সংখ্যা আরও বাড়িয়ে দেবে এবং ফলে স্থানীয় জনগণের আয় বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে বলে আশা করা হচ্ছে। ●

# ভারত-নিউজিল্যান্ড বাণিজ্য চুক্তি
# শুল্কমুক্ত রপ্তানির দ্বার খুলেছে

***ভারত ও নিউজিল্যান্ডের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। দুই দেশ কমনওয়েলথ ঐতিহ্য, গণতান্ত্রিক প্রথা, আইন ব্যবস্থা এবং খেলাধুলার প্রতি পারস্পরিক অনুরাগ ভাগ করে নেয়। রাজনীতি, বাণিজ্য, প্রতিরক্ষা, শিক্ষা, পর্যটন, সংস্কৃতি এবং খেলাধুলার ক্ষেত্রে সহযোগিতা ক্রমেই প্রসারিত হচ্ছে। এই সম্পর্ককে আরও এগিয়ে নিতে, ২০২৬ সালের ২৭ এপ্রিল, দুই দেশ নয়াদিল্লিতে ভারত-নিউজিল্যান্ড মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর করে, যা ইতিহাসে দ্রুততম সময়ে সম্পন্ন হওয়া মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিগুলির একটি। এই মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি ভারতীয় রপ্তানির ওপর শুল্ক দূর করবে, আনুমানিক ২০ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ আকর্ষণ করবে এবং শিক্ষার্থী ও দক্ষ পেশাজীবীদের জন্য সুযোগ উল্লেখ্যভাবে প্রসারিত করবে।***

ভারতের অর্থনীতি ক্রমেই নতুন উচ্চতায় পৌঁছে চলেছে এবং তার রপ্তানি নিয়মিতভাবে নতুন রেকর্ড স্থাপন করছে। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে, ভারতের পণ্য ও পরিষেবা রপ্তানি পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ৪.২২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৮৬০.০৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে, যা একটি রেকর্ড পরিমাণ বৃদ্ধি। বৈশ্বিক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও, যান্ত্রিক সরঞ্জাম, ইলেকট্রনিক্স, ওষুধ শিল্প, রাসায়নিক, রত্ন ও অলঙ্কার এবং কৃষিভিত্তিক পণ্যের মতো ক্ষেত্রগুলি সফলভাবে তাদের রপ্তানির গতি বজায় রেখেছে। এই সাফল্যের প্রধান চালিকাশক্তি হল বিগত কয়েক বছরে ভারতীয় বাজারের বিশ্বব্যাপী সম্প্রসারণ, যা বিভিন্ন মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে সহজতর হয়েছে। ২৭ এপ্রিল, ভারত নয়াদিল্লির ভারত মন্ডপমে নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে একটি মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর করে; এটা সাম্প্রতিক বছরগুলিতে

> **এই আধুনিক ও ভারসাম্যপূর্ণ চুক্তিটি দুই দেশের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে সম্মিলিত প্রবৃদ্ধি দ্রুত করবে। এটা কৃষক, কারিগর, যুবসমাজ, উদ্যোক্তা, নারী এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগের জন্য নতুন সুযোগ উন্মোচন করবে। কৃষি, উৎপাদন, প্রযুক্তি, শিক্ষা এবং সেবার মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৈশ্বিক বাজারে প্রবেশাধিকার প্রসারিত করবে।**
>
> *নরেন্দ্র মোদি, প্রধানমন্ত্রী*

উন্নত দেশগুলির সঙ্গে ভারতের এমন নবম চুক্তি। এই চুক্তিটি একটা শক্তিশালী অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব গড়ে তুলতে এবং বিনিয়োগকে উৎসাহিত করতে প্রস্তুত। কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল এবং নিউজিল্যান্ডের বাণিজ্য ও বিনিয়োগ মন্ত্রী টড ম্যাকক্লে ভারত-নিউজিল্যান্ড মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিতে (এফটিএ) স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তির ফলে ভারতীয় রপ্তানির ওপর থেকে শুল্ক তুলে নেওয়া হবে, যা শ্রম-নিবিড় ক্ষেত্রগুলিকে উৎসাহিত করবে। এটা ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগকেও (এমএসএমই) শক্তিশালী করবে। একইসঙ্গে, এটা কৃষি এবং দুগ্ধ ক্ষেত্রের মতো ক্ষেত্রগুলির জন্য পূর্ণ সুরক্ষা নিশ্চিত করে। এই চুক্তিটি শিক্ষার্থী এবং দক্ষ পেশাজীবীদের জন্য সুযোগ প্রসারিত করবে। এটা কৃষি উৎপাদনশীলতা এবং বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতিকেও সমর্থন জোগাবে। অ-শুল্ক বাধা দূর করার মাধ্যমে, এই মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিটি ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে ভারতের কৌশলগত অর্থনৈতিক উপস্থিতি আরও জোরদার করবে। এছাড়াও, এই চুক্তিটি ২০৪৭ সালের মধ্যে 'উন্নত ভারত' গড়ার লক্ষ্যের দিকে এক দূরদর্শী দৃষ্টিভঙ্গির প্রমাণ। অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর এবং দুই দেশের অনুমোদনের পরই চুক্তিটি কার্যকর হবে।

## উন্মোচিত হতে চলেছে নতুন সুযোগ

ভারত ও নিউজিল্যান্ডের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরের পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর বার্তায় বলেছেন যে, এটা ভারতের বৈশ্বিক সম্পৃক্ততা এবং যৌথ সমৃদ্ধির জন্য একটি ঐতিহাসিক দিন। ভারত-নিউজিল্যান্ড মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর আমাদের শক্তিশালী অর্থনৈতিক সম্পর্ক, পারস্পরিক আস্থা এবং অভিন্ন লক্ষ্যের প্রতীক। আমি দুই দেশের জনগণকে – বিশেষ করে তরুণদের, যারা আমাদের অর্থনীতির মূল শক্তি, তাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। এই আধুনিক ও ভারসাম্যপূর্ণ চুক্তিটি দু'দেশের নিজ নিজ শক্তিকে কাজে লাগিয়ে সম্মিলিত প্রবৃদ্ধিকে উৎসাহিত করবে। এটা কৃষক, কারিগর, তরুণ, উদ্যোক্তা, নারী এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগের (এমএসএমই) জন্য নতুন সুযোগ উন্মোচন করবে। কৃষি, উৎপাদন, প্রযুক্তি, শিক্ষা এবং পরিষেবার মতো ক্ষেত্রগুলিতে বিশ্ববাজারে প্রবেশাধিকার প্রসারিত হবে। কৃষি উৎপাদনশীলতা এবং সেন্টার অফ এক্সেলেন্স-এ অংশীদারিত্বের মাধ্যমে নিউজিল্যান্ডের আধুনিক কৃষি দক্ষতা ভারতের অগ্রাধিকারের সঙ্গে সমন্বিত হবে। এর ফলে উৎপাদনশীলতা, পরিকাঠামো এবং কৃষকদের আয় বৃদ্ধি পাবে। গত এক দশক ধরে ভারত বিশ্বব্যাপী উৎপাদন সরবরাহ শৃঙ্খলে নিজেকে একটা প্রধান কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য সক্রিয়ভাবে কাজ করে আসছে। এই চুক্তিটি দক্ষতা, প্রতিভা এবং গতিশীলতার অপরিহার্য গুরুত্বকে স্বীকৃতি দেয়। ফলে এটা দক্ষ পেশাজীবী, যুবক এবং শিক্ষার্থীদের জন্য আরও বেশি সুযোগ তৈরি করবে। পরিশেষে, এই চুক্তিটি দু'দেশের

### বর্ধিত বাণিজ্য চুক্তি

২০২৪ সালে ভারত ও নিউজিল্যান্ডের মধ্যে পণ্য ও পরিষেবার বাণিজ্য **২.৪** বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে।

২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে, দুই দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক পণ্য বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ১.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এটা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ৪৯ শতাংশ বৃদ্ধি নির্দেশ করে। এই মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির (FTA) পর বাণিজ্য আরও বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে।

### জৈব পণ্যের বাণিজ্য বৃদ্ধি

একটি পারস্পরিক স্বীকৃতি চুক্তির (Mutual Recognition Agreement) মাধ্যমে জৈব পণ্যের বাণিজ্য গতি পাবে। প্রাথমিক পর্যায়ে, একটি পারস্পরিক স্বীকৃতি ব্যবস্থা (MRA) বাস্তবায়ন করা হবে। MRA বাস্তবায়নের পর বাসমতী চাল, তিসি, অ্যারাবিকা চেরি, ইসবগোল, সয়াবিন খৈল এবং জৈব কালো চায়ের মতো পণ্যের চাহিদা বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে।

ঐতিহ্যবাহী জ্ঞান ব্যবস্থা - যেমন জৈব পণ্য, আয়ুষ এবং যোগ-কে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি দেবে, যার মাধ্যমে আমাদের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের সঙ্গে ভবিষ্যতের সুযোগের সেতুবন্ধন তৈরি হবে। দুই দেশ শক্তিশালী সরবরাহ শৃঙ্খল গড়ে তুলতে এবং সাশ্রয়ী ও প্রতিযোগিতামূলক পণ্য ও পরিষেবা উৎপাদন করতে তাদের শক্তি একত্রিত করবে। এটা প্রবৃদ্ধির নতুন পথ খুলে দেবে।

## অঙ্গীকার আরও দৃঢ় হবে, জনগণের মধ্যে সম্পর্ক হবে আরও মজবুত

চুক্তিটির পর এক বার্তায় নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ক্রিস্টোফার লাক্সন এটাকে একটা "প্রজন্মের সেরা চুক্তি" হিসেবে বর্ণনা করেছেন, যা নিউজিল্যান্ডের রপ্তানিকারকদের ভারতের ১৪০ কোটি মানুষের বাজারে ব্যাপক প্রবেশাধিকার

# ভারত ৬ বছরে ৯টি মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সম্পন্ন করেছে

**ভারত-নিউজিল্যান্ড FTA – এপ্রিল ২০২৬**
সবচেয়ে দ্রুত সম্পাদিত মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি, মাত্র ৯ মাসে সম্পন্ন।

**ভারত-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আন্তঃবাণিজ্য কাঠামো – ফেব্রুয়ারি ২০২৬**
ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে একটি ব্যাপক বাণিজ্য চুক্তির দিকে একধাপ।

**ভারত-ইইউ FTA – জানুয়ারি ২০২৬**
ইউরোপীয় ইউনিয়নের ২৭টি সদস্য রাষ্ট্রকে অন্তর্ভুক্ত করে বৃহত্তম বাণিজ্য চুক্তি।

**ভারত-ওমান CEPA – ডিসেম্বর ২০২৫**
GCC দেশগুলির মধ্যে এই চুক্তিতে শুল্কের আওতা সবচেয়ে বিস্তৃত

**ভারত-ইউকে CETA – জুলাই ২০২৫**
ভারতের ৯৯% রপ্তানির জন্য শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার

**ভারত-EFTA TEPA – মার্চ ২০২৪ থেকে অক্টোবর ২০২৫**
১০০ বিলিয়ন ডলারের প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি সম্বলিত একটি ঐতিহাসিক চুক্তি

**ভারত-অস্ট্রেলিয়া ECTA – ডিসেম্বর ২০২২**
১০০% শুল্ক বিলোপের ব্যবস্থা সহ ভারতের প্রথম চুক্তি

**ভারত-ইউএই CEPA – মে ২০২২**
২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ১০০ বিলিয়ন ডলারের সীমা অতিক্রম করেছে।

**ভারত-মরিশাস CEPA – ২০২১**
একটি আফ্রিকান দেশের সঙ্গে ভারতের প্রথম বাণিজ্য চুক্তি

দেবে। একটা "প্রজন্মের সেরা চুক্তি" হিসেবে বর্ণনা করেছেন, যা নিউজিল্যান্ডের রপ্তানিকারকদের ভারতের ১৪০ কোটি মানুষের বাজারে ব্যাপক প্রবেশাধিকার দেবে। এর মাধ্যমে বাজারে প্রবেশাধিকার প্রসারিত হবে, রপ্তানি বৃদ্ধি পাবে এবং কৃষির মতো ক্ষেত্রে সহযোগিতা সম্ভব হবে। এদিকে, নিউজিল্যান্ডের বাণিজ্য ও বিনিয়োগ মন্ত্রী টড ম্যাকক্লে বলেছেন যে, নিউজিল্যান্ডের জনসংখ্যার প্রায় ৬ শতাংশের পূর্বপুরুষ ভারতের। প্রবাসী ভারতীয়রা বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখ্য অবদান রাখছেন। এই চুক্তিটি এমন এক সময়ে সম্পাদিত হয়েছে যখন বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক গতিপ্রকৃতিতে পরিবর্তন ঘটছে এবং নির্ভরযোগ্য অংশীদারিত্ব আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। নিউজিল্যান্ড আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা, অর্থনৈতিক স্থিতিস্থাপকতা এবং যৌথ সমৃদ্ধি বৃদ্ধিতে ভারতকে একটা প্রধান অংশীদার হিসেবে দেখে।

## নয় মাসে ভারত-নিউজিল্যান্ড মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি চূড়ান্ত

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ক্রিস্টোফার লাক্সনের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের প্রাক্কালে, ২০২৫ সালের ১৬ মার্চ এই মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সংক্রান্ত

## চুক্তির মূল বৈশিষ্ট্যগুলি

### ২০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার

কৃষি, উৎপাদন ক্ষেত্র, পরিকাঠামো উন্নয়ন, স্টার্ট-আপস,উদ্ভাবন এবং উদীয়মান প্রযুক্তিকে উৎসাহিত করার জন্য নিউজিল্যান্ড ভারতে বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

- নিউজিল্যান্ড এখন পর্যন্ত তার সবচেয়ে ব্যাপক বাজার প্রবেশাধিকার এবং পরিষেবা প্যাকেজটি প্রদান করেছে। এটা দক্ষ পেশাদার, স্টার্ট-আপস এবং পরিষেবা-ভিত্তিক উদ্যোগগুলির জন্য উচ্চ-মূল্যের সুযোগ উন্মোচন করবে। এটা ১১৮টি পরিষেবা ক্ষেত্রে বাজার প্রবেশাধিকার দিয়েছে এবং ১৩৯টি উপ-ক্ষেত্রে সর্বাধিক পছন্দের দেশ (MFN) প্রতিশ্রুতি প্রসারিত করেছে।
- নিউজিল্যান্ডে ভারতের ১০০ শতাংশ রপ্তানি শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার পাবে। এর মধ্যে সব ট্যারিফ লাইন অন্তর্ভুক্ত। শ্রম-নিবিড় ক্ষেত্রগুলি – যেমন বস্ত্র, চামড়া, জুতো, ইঞ্জিনিয়ারিং গুডস এবং প্রক্রিয়াজাত খাদ্য – উল্লেখ্যভাবে শক্তিশালী হবে।
- নিউজিল্যান্ডের অন্যান্য বাণিজ্য অংশীদারদের জন্য দেওয়া সুবিধার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, ভারতীয় পণ্যগুলি প্রবেশের মুহূর্ত থেকেই শুল্কমুক্ত বাজার সুবিধা ভোগ করবে; এটা নিশ্চিত করে যে পণ্যগুলি নিউজিল্যান্ডের বাজারে সম্পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক থাকবে এবং একটা সমান প্রতিযোগিতা ক্ষেত্র পাবে।
- এই চুক্তিটি একটা 'নতুন প্রজন্মের বাণিজ্য চুক্তি', যা ২০৪৭ সালের মধ্যে একটি 'উন্নত ভারত' গড়ার লক্ষ্যে তৈরি করা হয়েছে। শুল্ক, মেধা স্থানান্তর, বিনিয়োগ এবং কৃষি উৎপাদনশীলতা সংক্রান্ত বিধানের মাধ্যমে এটা তরুণ, কৃষক, মহিলা, কারিগর এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগকে ক্ষমতায়ন করে।
- ভারত তার ৭০.০৩ শতাংশ ট্যারিফ লাইনে শুল্ক উদারীকরণের প্রস্তাব দিয়েছে – যা দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের ৯৫ শতাংশ মূল্যকে অন্তর্ভুক্ত করে – এবং একইসঙ্গে ভারতের সংবেদনশীল ক্ষেত্রগুলিকে সুরক্ষিত রাখতে ২৯.৯৭ শতাংশ ট্যারিফ লাইনকে এর আওতা থেকে বাদ দিয়েছে।
- **সুরক্ষার জন্য বাদ দেওয়া পণ্যগুলিঃ** কৃষক, গ্রামীণ অর্থনীতি এবং দেশীয় শিল্পকে রক্ষা করার জন্য কিছু নির্দিষ্ট পণ্যকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে দুগ্ধজাত পণ্য, পশুজাত পণ্য (ভেড়ার মাংস বাদে), কৃষি পণ্য (যেমন পেঁয়াজ, ছোলা, মটর, ভুট্টা, বাদাম ইত্যাদি), চিনি, কৃত্রিম মধু এবং পশু/উদ্ভিজ্জ তেল। এই তালিকায় অন্যান্য পণ্যের মধ্যে রয়েছে অস্ত্র ও গোলাবারুদ, রত্ন ও গহনা, তামা ও তামার তৈরি সামগ্রী এবং অ্যালুমিনিয়াম ও অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি পণ্য।

**৩০%** নির্দিষ্ট শুল্ক লাইন অবিলম্বে বিলুপ্ত করা হবে; এর মধ্যে রয়েছে কাঠ, পশম, ভেড়ার মাংস, চামড়া এবং কাঁচা চামড়া ইত্যাদি।

- এদিকে, ৩৫.৬% পণ্যের ওপর শুল্ক ৩,৫,৭ এবং ১০ বছরের মধ্যে পর্যায়ক্রমে তুলে নেওয়া হবে; এর মধ্যে রয়েছে পেট্রোলিয়াম তেল, মল্ট নির্যাস, উদ্ভিজ্জ তেল এবং নির্বাচিত বৈদ্যুতিক ও যান্ত্রিক যন্ত্রপাতি, পেপটন ইত্যাদি।
- নিউজিল্যান্ডে পড়াশোনা-পরবর্তী কাজের ভিসাঃ পেশাগত মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের যাতায়াতকে উৎসাহিত করা হবে। এর জন্য কোন সংখ্যাগত সীমা নেই। STEM ক্ষেত্রে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী শিক্ষার্থীরা ৩ বছর পর্যন্ত পড়াশোনা-পরবর্তী কাজের অধিকার পাবেন, অন্যদিকে ডক্টরাল গবেষকরা ৪ বছর পর্যন্ত এই অধিকার পাবেন।

**ভারতীয় পেশাজীবীদের জন্য ৫,০০০ 'অস্থায়ী কর্মসংস্থান প্রবেশ ভিসা'-র একটি বিশেষ কোটা।**

- উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, কৃষকদের আয় বাড়ানো এবং জ্ঞান বিনিময়ের সুবিধার্থে আপেল, কিউইফল এবং মানুকা মধুর জন্য কৃষি উৎপাদনশীলতা অংশীদারিত্ব এবং 'সেন্টার অফ এক্সেলেন্স' স্থাপন।
- কৃষি উৎপাদনশীলতা সহযোগিতার মাধ্যমে, সেই সঙ্গে কোটা এবং নুন্যতম আমদানি মূল্য (Minimum Import Prices) অন্তর্ভুক্ত নিয়ন্ত্রিত বাজার প্রবেশাধিকার ব্যবস্থার মাধ্যমে দেশীয় উৎপাদকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা হবে।

**ইন্সপেকশনগুলির স্বীকৃতি**

সাশ্রয়ী মূল্যের ওষুধের একটি নির্ভরযোগ্য সরবরাহকারী হিসেবে ভারতের অবস্থানকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে, এই বিধানগুলিতে ওষুধ ও চিকিৎসা সরঞ্জামের জন্য জিরো ট্যারিফ এবং দ্রুত অনুমোদনের পাশাপাশি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, যুক্তরাজ্য এবং কানাডার নিয়ন্ত্রক সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত ইন্সপেকশনগুলির স্বীকৃতি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

আনুষ্ঠানিক আলোচনা শুরু হয়েছিল। পাঁচটি আনুষ্ঠানিক আলোচনা পর্ব এবং বেশ কয়েকটি অন্তর্বর্তীকালীন বৈঠকের পর, দুই পক্ষ ২০২৫ সালের ২২ ডিসেম্বর সম্মত হয়। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল জানান যে, ভারত-নিউজিল্যান্ড মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিটি মাত্র নয় মাসে চূড়ান্ত করা হয়েছে। এটা ভারতের কোন উন্নত দেশের সঙ্গে স্বাক্ষরিত দ্রুততম সময়ে সম্পন্ন হওয়া মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিগুলির মধ্যে অন্যতম। এটা ডেভেলপড ইন্ডিয়া ২০৪৭-এর লক্ষ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে উন্নত অর্থনীতির দেশগুলির সঙ্গে ভারতের ক্রমেই বেড়ে চলা সম্পৃক্ততার ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। গত সাড়ে তিন বছরে, ভারত তার সপ্তম মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সম্পন্ন করেছে। ভারত মোট নয়টি মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি চূড়ান্ত করেছে, যা ৩৮টি উন্নত অর্থনীতিকে অন্তর্ভুক্ত করবে। সম্মিলিতভাবে, এই চুক্তিগুলি বৈশ্বিক ডিজিটাল পরিকাঠামোর (ডিজিপি) প্রায় ৬৫ থেকে ৭০ শতাংশকে আওতায় আনবে। ●

# ভারত
## বিশ্ব অর্থনীতির এক প্রধান স্তম্ভ

***ভারত ও কোরিয়ার মধ্যে হাজার হাজার বছরের পুরনো সাংস্কৃতিক বন্ধন রয়েছে। দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে একটি নতুন দিকনির্দেশনা দেওয়ার লক্ষ্যে কোরীয় প্রেসিডেন্ট লি জে-মিয়ং ১৯ থেকে ২১ এপ্রিল পর্যন্ত ভারত সফর করেন। এই সফরকালে জাহাজ নির্মাণ, সামুদ্রিক রসদ সরবরাহ এবং পরিবেশসহ বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দুই দেশের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং একসঙ্গে এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।***

আট বছর পর কোরিয়ার প্রেসিডেন্টের এই ভারত সফরটি ছিল প্রেসিডেন্ট লি জে-মিয়ং-এরও প্রথম ভারত সফর। এই সফরকালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন যে, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, বাজার অর্থনীতি এবং আইনের শাসনের প্রতি শ্রদ্ধা দুই দেশের ডিএনএ-তে প্রোথিত। ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলেও দুই দেশের অভিন্ন স্বার্থ রয়েছে। এই ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে গত এক দশকে দুই দেশের সম্পর্ক আরও গতিশীল ও ব্যাপক হয়ে উঠেছে। কোরিয়ার প্রেসিডেন্টের এই সফরের মাধ্যমে এই বিশ্বস্ত অংশীদারিত্ব এখন একটি ভবিষ্যৎমুখী অংশীদারিত্বে রূপান্তরিত হতে চলেছে। চিপ থেকে জাহাজ, প্রতিভা থেকে প্রযুক্তি এবং পরিবেশ থেকে শক্তি – প্রতিটি ক্ষেত্রে সহযোগিতার নতুন সুযোগ বাস্তবায়িত হবে।

কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট লি জে-মিয়ং বলেছেন যে, বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতি এবং ১৪০ কোটি মানুষের বাসভূমি হিসেবে ভারত বিশ্ব অর্থনীতির একটি প্রধান স্তম্ভ। ভারত ও কোরিয়ার মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য এখন ২৭ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে এবং ২০৩০ সালের মধ্যে

## ঘোষণাগুলি...

- অর্থনৈতিক নিরাপত্তা সংলাপের সূচনা।
- বিশিষ্ট অতিথি কর্মসূচি (DVP) প্রতিষ্ঠা।
- জলবায়ু পরিবর্তন, আর্কটিক এবং সামুদ্রিক সহযোগিতাসহ বৈশ্বিক নানা বিষয়ে দুই দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সংলাপের সূচনা।
- ইন্দো-প্যাসিফিক ওশেনস ইনিশিয়েটিভ (IPOI) –এ দক্ষিণ কোরিয়ার অংশগ্রহণ।
- আন্তর্জাতিক সৌর জোটে দক্ষিণ কোরিয়ার অংশগ্রহণ এবং গ্লোবাল গ্রিন গ্রোথ ইনস্টিটিউট (GGGI)-এ ভারতের সদস্য পদ।
- ২০২৮-২৯ সালকে ভারত-দক্ষিণ কোরিয়া মৈত্রী বর্ষ হিসেবে উদযাপন।

## মূল বিষয়গুলি...

- বাণিজ্যিক সহযোগিতা সহজতর করার জন্য একটি শিল্প সহযোগিতা কমিটি গঠন করা হয়েছে।
- কোরীয় কোম্পানি, বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগ (SMEs)-র ভারতে প্রবেশ সহজতর করার জন্য একটি কোরীয় শিল্প নগরী স্থাপন করা হবে।
- আগামী এক বছরের মধ্যে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য চুক্তি উন্নত করা হবে।
- ২০২৮ সালে ভারতে একটি ভারত-কোরিয়া মৈত্রী উৎসবের আয়োজন করা হবে।
- জনগণের মধ্যে সম্পর্ক জোরদার করার জন্য শিক্ষা, গবেষণা সহযোগিতা এবং পর্যটনকে উৎসাহিত করা হবে।

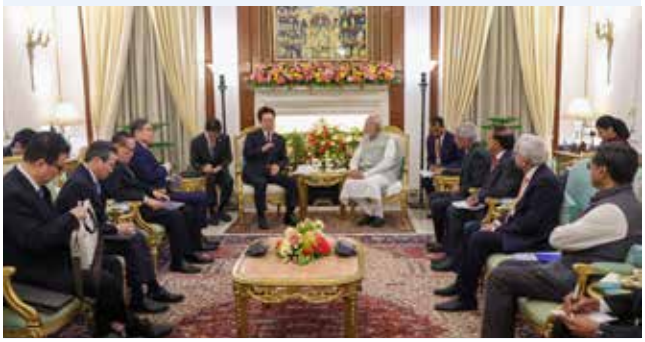

এই অঙ্ককে ৫০ বিলিয়ন ডলারের বেশি করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও, দুই দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক সহজতর করার জন্য ভারত-কোরিয়া ফিনান্সিয়াল ফোরাম চালু করা হয়েছে। ●

## সমঝোতা স্মারক ( MoUs)

- বন্দর ক্ষেত্রে সহযোগিতা।
- একটি শিল্প সহযোগিতা কমিটি গঠন।
- ইস্পাত সরবরাহ শৃঙ্খলের জন্য প্রযুক্তি ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে সহযোগিতা।
- ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগ (SME) ক্ষেত্রে সহযোগিতা।
- সামুদ্রিক ঐতিহ্য ক্ষেত্রে সহযোগিতা।
- NPC I ইন্টারন্যাশনাল পেমেন্টস লিমিটেড এবং কোরিয়া ফিনান্সিয়াল টেলিকমিউনিকেশনস অ্যান্ড ক্লিয়ারিং ইনস্টিটিউট ( KFTC)-এর মধ্যে চুক্তি।
- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে সহযোগিতা।
- ভারত-কোরিয়া ডিজিটাল অংশীদারিত্বের কাঠামো।
- জলবায়ু ও পরিবেশ ক্ষেত্রে সহযোগিতা।
- ২০২৬-২০৩০ সময়কালের মধ্যে ভারত ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময়।
- সাংস্কৃতিক ও সৃজনশীল শিল্পে সহযোগিতা।

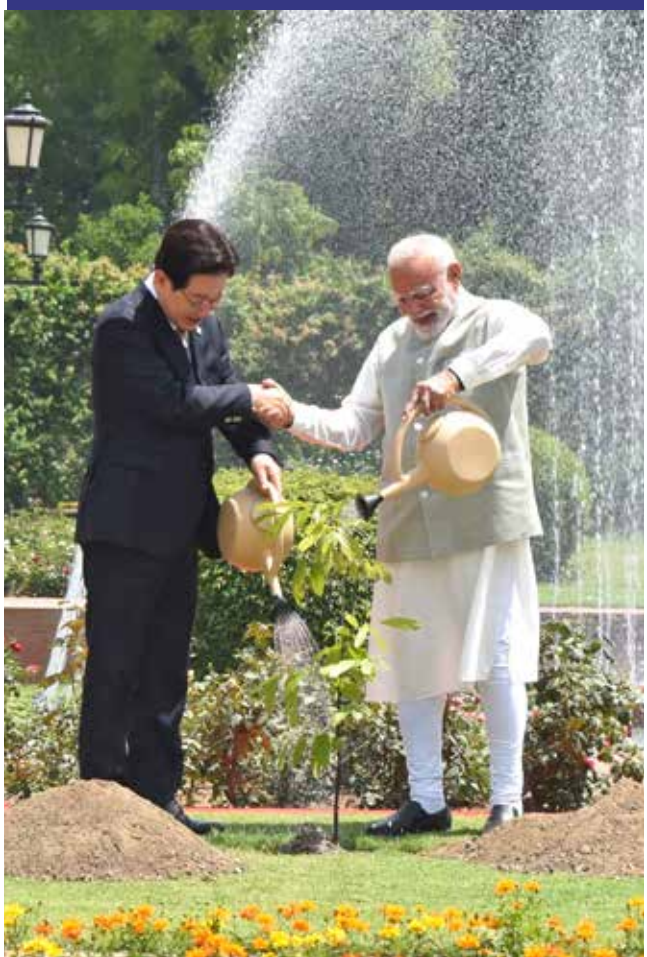

# যিনি কত্থককে দিয়েছিলেন এক নতুন মাত্রা

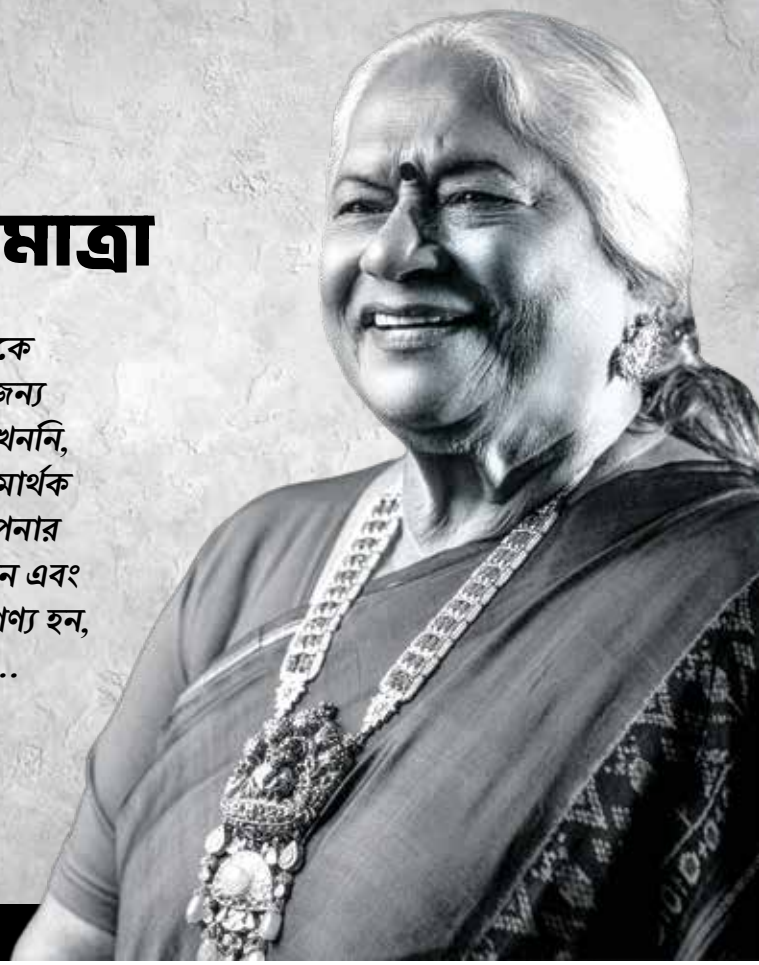

***কত্থকের চিরাচরিত সীমানা ছাড়িয়ে কুমুদিনী লখিয়া একে এক নতুন রূপ ও দিকনির্দেশনা দিয়েছিলেন এবং তার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তিনি শুধু কত্থক শেখেননি, শিখিয়েওছেন। এই কারণেই তাঁর নাম এখন কত্থকের সমার্থক হিসেবে বিবেচিত হয়। তাঁর কল্পনা এবং উদ্ভাবনী উপস্থাপনার মাধ্যমে কত্থক নৃত্যকে তিনি এক নতুন মাত্রা দিয়েছিলেন এবং ভারতীয় শাস্ত্রীয় নৃত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা হিসেবে গণ্য হন, যিনি এক সমৃদ্ধ ও চিরস্থায়ী উত্তরাধিকার রেখে গেছেন...***

জন্মঃ ১৭ মে, ১৯৩০ । মৃত্যুঃ ১২ এপ্রিল, ২০২৫

ভারতের প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী এবং সেই দূরদর্শী ব্যক্তিত্ব যিনি কত্থককে এক নতুন দিক ও মাত্রা দিয়েছিলেন, কুমুদিনী লখিয়া ১৯৩০ সালের ১৭ মে গুজরাটের আহমেদাবাদে জন্মগ্রহণ করেন। একেবারে শৈশব থেকেই শিল্পের প্রতি তাঁর এক স্বাভাবিক ঝোঁক ছিল। তাই তিনি সাত বছর বয়স থেকেই কত্থকের প্রশিক্ষণ নিতে শুরু করেন এবং এই ক্ষেত্রে একজন অগ্রণী শিল্পী হওয়ার পথে শুরু হয় তাঁর যাত্রা। ১৯৬০ –এর দশকে কত্থককে একক নৃত্যের গন্ডী থেকে বের করে এনে একটি দলীয় নৃত্যশৈলীতেও রূপান্তরিত করার কৃতিত্ব তাঁকে দেওয়া হয়। এছাড়াও, তিনি এর পরিবেশনায় সমসাময়িক আখ্যান অন্তর্ভুক্ত করার মতো উদ্ভাবন এনে কত্থককে পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন।

কুমুদিনী লখিয়া, যিনি মঞ্চে কত্থককে এক নতুন রূপ, দর্শন এবং নান্দনিকতা দান করেছিলেন, তিনি ১৯৬৪ সালে আহমেদাবাদে ভারতীয় নৃত্য ও সঙ্গীতের জন্য নিবেদিত একটি প্রতিষ্ঠান 'কদম্ব স্কুল অফ ডান্স অ্যান্ড মিউজিক' প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রতিষ্ঠানটি কত্থকের কৌশল, শব্দভাণ্ডার এবং উপস্থাপনার বিকাশে তাঁর সম্পূর্ণ মনোযোগ ও দৃষ্টিভঙ্গি নিবদ্ধ করেছিল। এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তিনি অসংখ্য ছাত্রছাত্রীকে প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ দিয়েছিলেন। তিনি উদ্ভাবনী সমসাময়িক ব্যাখ্যার মাধ্যমে কত্থক পরিবেশনাকে এক নতুন দৃষ্টিকোণ দিয়েছিলেন। এই কারণে, কত্থকের জগতে উদ্ভাবনী পরীক্ষানিরীক্ষার পথপ্রদর্শক হিসেবে তাঁকে কৃতিত্ব দেওয়া হয়। এছাড়াও, তিনি হিন্দি চলচ্চিত্র 'উমরাও জান' –এর কোরিওগ্রাফিও করেছিলেন।

১৯৮৭ সালে ভারত সরকার তাঁকে পদ্মশ্রী এবং ২০১০ সালে পদ্মভূষণ উপাধিতে ভূষিত করে। ২০২৫ সালে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু শিল্পকলায় তাঁর অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে তাঁকে মরণোত্তর পদ্মবিভূষণ প্রদান করেন। তাঁর পক্ষে পুরস্কারটি গ্রহণ করেন তাঁর নাতি। প্রায় পঁচাত্তর বছরের দীর্ঘ ও সফল নৃত্যজীবনে তিনি পঞ্চাশটিরও বেশি দেশে নৃত্য পরিবেশন করেছেন।

তিনি ৯৪ বছর বয়সে ২০২৫ সালের ১২ এপ্রিল সকালে, আহমেদাবাদে নিজ বাসভবনে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, "কুমুদিনী লখিয়া জির প্রয়াণে আমি গভীরভাবে শোকাহত, যিনি একজন অসামান্য সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে নিজের ছাপ রেখে গেছেন। কত্থক এবং ভারতীয় শাস্ত্রীয় নৃত্যের প্রতি তাঁর অনুরাগ বছরের পর বছর ধরে তাঁর অসাধারণ কাজের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। একজন প্রকৃত পথিকৃৎ হিসেবে তিনি প্রজন্মের পর প্রজন্ম নৃত্যশিল্পীদের গড়ে তুলেছেন। তাঁর অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।" ●

PMO India
@PMOIndia

भारत को विकसित बनाने का मिशन अनवरत चल रहा है।

और जब मैं विकसित भारत की बात करता हूं... तो उसका सबसे मजबूत स्तंभ भारत की नारीशक्ति है: PM @narendramodi



Rajnath Singh
@rajnathsingh

हमें AI का सिर्फ उपयोग ही नहीं, बल्कि उसे सही दिशा भी देनी है। सामूहिक प्रयासों और अंतरराष्ट्रीय सहयोग से ही इसकी शक्ति का सार्थक उपयोग संभव है। भारत इस दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। भारतीय अब केवल नए मॉडल ही नहीं बना रहे, बल्कि वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी और कई मामलों में बेहतर मॉडल विकसित कर रहे हैं।

Amit Shah
@AmitShah

मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-III को ₹83,977 करोड़ की लागत से जारी रखने की स्वीकृति दी है। इसमें ग्रामीण कृषि बाजारों (GrAMs), स्कूलों और अस्पतालों को कनेक्टिविटी से जोड़ने को प्राथमिकता दी गई है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और यातायात भी अधिक सुगम होगा।
#CabinetDecisions



Nitin Gadkari
@nitin_gadkari

🇮🇳 आयुष्मान भारत संकल्पना स्वस्थ और सेहतमंद भारत की नींव है। प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के नेतृत्व में 🇮🇳 देश में कार्यान्वित प्रधानमंत्री जन स्वास्थ्य योजना आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है।🩺💊💉🩸

#AyushmanBharatDiwas
#आयुष्मान_भारत_दिवस



Dharmendra Pradhan
@dpradhanbjp

माननीय प्रधानमंत्री श्री @NarendraModi जी के मार्गदर्शन में देश आज अपनी विरासत को नए आत्मविश्वास के साथ पुनर्स्थापित कर रहा है और कारीगरों की प्रतिभा को वैश्विक पहचान दिलाने का संकल्प निरंतर सशक्त हो रहा है।

इस प्रेरक पहल के लिए आयोजकों को बहुत-बहुत बधाई, जो हमारे बुनकरों और कारीगरों को एक सशक्त मंच प्रदान करते हुए सराहनीय कार्य कर रहे हैं। ऐसे प्रयास 'विकसित भारत 2047' को नई ऊर्जा देते हैं।

Dr Mansukh Mandaviya
@mansukhmandviya

'अंत्योदय' के मंत्र और मोदी सरकार के संकल्प से, आज कश्मीर के श्रमिकों को मिला उनका पहला ESIC अस्पताल।

📍 ओमपोरा, बडगाम

## Modi: New eway will be lifeline of UP's development

## UP'S LONGEST EXPRESSWAY TO BOOST SPEED AND CONNECTIVITY



## Modi urges citizens to actively participate in Census exercise

HT Correspondent

NEW DELHI: Prime Minister Narendra Modi on Sunday urged citizens to actively participate in the Census 2027, calling it a "shared responsibility of all", and appealed to people to make the ongoing exercise a success.



Narendra Modi

## Census 2027: PM assures citizens of data security, urges keen participation

Our Bureau
New Delhi

Prime Minister Narendra Modi has assured citizens that the information provided by the citizens for the ongoing Census will remain completely secure and confidential, protected by robust digital security.

In his monthly radio address Mann Ki Baat on Sunday, the PM urged citizens to participate in the process and make the Census 2027 a success. The PM said Census is a very important campaign currently underway in the country and every Indian must be aware of it. He pointed out that the Indian Census exercise is the largest such exercise in the world.

"Friends, the national Census is not just a government task; it is a responsibility for all of us. Your participation is vital. The information you provide remains completely secure and confidential, protected by robust digital security," he said.



PM Narendra Modi

**The PM said Census is a very important campaign currently underway in the country and every Indian must be aware of it.**

Participation in this Census has also been made easier. "You can now record your information yourself. A self-enumeration facility will be available to you 15 days before the official visit. You can fill in the details at your own convenience," he said.

Once completed, the applicant will receive a unique ID via mobile or email which can be shown to officials who visit at home to confirm the details.

In States where self-enumeration has been completed, the work of house-listing by Census officials has already begun and listing of 1.2 crore families has been completed, he added.

**NUCLEAR TECH**

He remarked, Kalpakkam fast breeder reactor achieving criticality is a "historic milestone." Indian nuclear scientists have brought glory to the country, he said.

## Modi highlights farm benefits as India, NZ sign free trade deal

Rajeev Jayaswal

NEW DELHI: India and New Zealand on Monday signed a free trade agreement that Prime Minister Narendra Modi said would raise farmers' incomes, strengthen rural economies and attract billions of dollars in investment, as both countries outlined plans for agricultural partnerships, manufacturing linkages and joint exports to global markets.



Commerce minister Piyush Goyal with his New Zealand counterpart Todd McClay in Delhi on Monday.

## 'Working on details of special visa for Indian skilled workers'

Rezaul H Laskar

## On a boat ride, Modi says Ganga flows 'through the soul of Bengal'



PM Narendra Modi tries his hand at photography during a boat ride on the Hooghly river in Kolkata on Friday.

# চারধাম যাত্রার জন্য পাঁচটি সংকল্প

**अग्निष्टोमादिभिर्यज्ञैरिष्ट्वा विपुलदक्षिणैः।**
**न तत्फलमवाप्नोति तीर्थाभिगमनेन यत् ॥**

*এর অর্থ হলো... আমরা বড় যজ্ঞ এবং দান ইত্যাদি থেকে অপরিসীম পুণ্য লাভ করি।*
*তবে, আমরা আরও বেশি পুণ্য লাভ করি তীর্থযাত্রা থেকে।*

*উত্তরাখণ্ডের পবিত্র দেবভূমিতে চারধাম যাত্রা শুরু হয়েছে। বাবা কেদারের দর্শনসহ এই চারটি তীর্থস্থানে পবিত্র তীর্থযাত্রা ভারতের শাশ্বত সাংস্কৃতিক চেতনার এক উদযাপন। এই তীর্থযাত্রার পরিপ্রেক্ষিতে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশের নাগরিকদের উদ্দেশ্যে একটি অনুপ্রেরণামূলক চিঠি লিখেছেন, যেখানে তিনি তাদের "ডিজিটাল উপবাস পালন" এবং "প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে প্রকৃত অর্থে অনুভব করার চেষ্টা" করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি তাদের নিম্নলিখিত পাঁচটি সংকল্প গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেনঃ*

১ **পরিচ্ছন্নতা সর্বাগ্রেঃ** তীর্থস্থান এবং তার আশেপাশের এলাকা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন। নদীগুলিকে পরিস্কার রাখতে অবদান রাখুন।

২ **প্রকৃতি ও পরিবেশের প্রতি সংবেদনশীলতাঃ** দিব্য হিমালয়ের প্রতি সংবেদনশীল থাকুন। প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় রেখে পরিবেশ সংরক্ষণে অবদান রাখুন।

৩ **সেবা, সহযোগিতা ও সম্প্রীতিঃ** তীর্থযাত্রীদের প্রতিদিন কোন না কোনভাবে অন্তত একটি সেবামূলক কাজ করা উচিত।

৪ **'ভোকাল ফর লোকাল' প্রচারঃ** যাত্রাপথে আপনার মোট খরচের পাঁচ শতাংশ স্থানীয় পণ্য কেনার জন্য ব্যয় করুন।

5 **শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা ও সংযম মেনে চলাঃ** একটি নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন যাত্রা নিশ্চিত করতে তীর্থযাত্রার নিয়মকানুন এবং ট্রাফিক নির্দেশিকা কঠোরভাবে অনুসরণ করুন।


নিউ ইন্ডিয়া
**সমাচার**
পাক্ষিক

**RNI NO.: DELENG/2020/78811 MAY 16-31, 2026**
RNI Registered No DELENG/2020/78811 (Publishing Date: April 30,2026 Pages: 42)

**EDITOR IN CHIEF**
**Dhirendra Ojha**
Principal Director General
Press Information Bureau, New Delhi

**PUBLISHED:**
**Kanchan Prasad**
Director General, on behalf of
Central Bureau Of Communication

**PUBLISHED FROM:**
Room No-278, Central Bureau Of Communication, 2nd Floor, Soochna Bhawan, New Delhi -110003